পেজ ৩.....

দিঘার 'জগন্নাথ ধাম' ঘিরে ঝড়

জনমত

পেজ ৭.....

পিওকের জন্য রসদ মজুত পাকের

www.jazzbaat24bangla.com. | প্রথম বর্ষ । সংখ্যা ৮ । পৃষ্ঠা ৮ | সোমবার ৫ মে ২০২৫ । ২০ বৈশাখ ১৪৩২

মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ অশান্তি নিয়ে কেন্দ্রকে রিপোর্ট

প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ রাজ্যপালের

মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ অশান্তি নিয়ে রাজ্যপালের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে জমা পড়ল রাজ্যপালের রিপোর্ট। তাতে লেখা রয়েছে, 'মুর্শিদাবাদের ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত, স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতা, ধর্মীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শোষণ'। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের সুপারিশ করেছেন রাজ্যপাল। জানিয়েছেন, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এ-ক্ষেত্রে তদন্ত করতে হবে। পাকাপাকিভাবে মুর্শিদাবাদ ও মালদায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন ও নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যদি পরিস্থিতি খারাপের দিকে যায় তাহলে ৩৫৬ লাগুর সুপারিশ করেছেন রাজ্যপাল। জানিয়েছেন, 'বাংলায় আন্তর্জাতিক সীমান্তে জঙ্গি কার্যকলাপ বড় চ্যালেঞ্জ।এখনও মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় ভয়ের বাতাবরণ। মানুষের আস্থা ফেরাতে ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সংবিধান অনুযায়ী বিষয়টি বিবেচনা করুক কেন্দ্র'।সীমান্ত সংলগ্ন দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় □□□ পোস্টের সুপারিশ রাজ্যপালের।সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের সুতি, সামশেরগঞ্জে অশান্তির ঘটনা ঘটে। এই অশান্তিতে দু'জনের মৃত্যু হয়। আতঙ্কে বাড়িঘর ছেড়ে অনেকেই পাশ্বর্বর্তী জেলা মালদায় আশ্রয় নেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যপাল বোস মালদা ও মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন। রাজভবন থেকে এ বার সেই রিপোর্টই গেল দিল্লিতে।রাজভবন সূত্রে খবর, রাজ্যপালের রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, এখনও ভয়ের বাতাবরণ বহাল মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায়। তাঁর সুপারিশ, পরিস্থিতি এ ভাবে খারাপ হতে থাকলে, এখানে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে। সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী, রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন সংবিধান মেনে সরকার পরিচালিত হচ্ছে না, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি ঘটছে, তা হলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যায়।

রাজ্যপালের রিপোর্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অভিযোগ তৃণমূলের

মুর্শিদাবাদ হিংসা নিয়ে কেন্দ্রকে দেওয়া রাজ্যপালের রিপোর্টের চরম সমালোচনা করল তৃণমূল কংগ্রেস।এই রিপোর্টে অশান্তির ঘটনাকে 'পূর্বপরিকল্পিত' এবং 'প্রশাসনের ব্যর্থতা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এমনকী রিপোর্টে তাঁর সুপারিশ, প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে যদি এভাবে ব্যর্থ হয়, তাহলে কেন্দ্র সরকার সংবিধান অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে। রবিবার ওই রিপোর্ট নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে দিতে গিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, রাজ্যপাল তাঁর রাজনৈতিক প্রভূদের নির্দেশে রিপোর্ট দিয়েছেন। একই সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফের ভূমিকা নিয়েও ফের সরব হন তিনি।এই ইস্যুতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী – শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও ব্রাত্য বসু। দু'জনেরই বক্তব্য, রাজ্যপাল দিল্লির নির্দেশেই এহেন 'নেগেটিভ' রিপোর্ট দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদে কোনও অশান্তি নেই, আগামী দিনেও থাকবে না।ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে অশান্ত হয়ে উঠেছিল গোটা দেশ। তার আঁচ কিছুটা পড়েছিল এরাজ্যেও। মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার দু-একটি জায়গায় অশান্তি থেকে প্রাণহানিও ঘটেছে। তবে এই উত্তেজনা খুব বেশি স্থায়ী ছিল না। পুলিশ শক্ত হাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে। কিন্তু তারপরও পুলিশ প্রশাসনের চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে এই অশান্তির নেপথ্যে দায়ী করে দিল্লিতে রিপোর্ট পেশ করা হল রাজভবনের তরফে। এদিন কুণালবাবু বলেন, 'রাজ্যপাল তাঁর রাজনৈতিক প্রভূদের নির্দেশে কাজ করেছেন। মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বরং তিনি সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা বিএসএফকে নিয়ে কিছু পরামর্শ দিতে পারতেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজভবন-নবান্নের মধ্যে নতুন করে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হল।.

ফের ডিজিটাল স্ট্রাইক ভারতের এবার ইমরান, বিলাবলের এক্স অ্যাকাউন্ট 'ব্লক'

ভারতের ডিজিটাল স্ট্রাইক চলেছেই। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পাল্টা জবাবে এবার পাকিস্তানের জেলবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোর এক্স হ্যান্ডেল 'ব্লক' করে দিল ভারত। পহেলগাঁও হামলার পরই ভারত এবং পাকিস্তানের সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে নয়াদিল্লি কূটনৈতিক স্ট্রাইক ঘোষণা করেছে ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে। এবার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পাকিস্তানকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার।এ বার পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইমরান খানের এক্স অ্যাকাউন্ট 'ব্লক' করে দিল ভারত।আগে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা মহম্মদ আসিফের এক্স অ্যাকাউন্ট 'ব্লক' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে এবার শুধু ইমরান নয়, পাকিস্তানের শাসকজোটের সহযোগী পাকিস্তান পিপল্স পার্টি (পিপিপি)-র নেতা বিলাবল ভুট্টো জ়ারদারির এক্স অ্যাকাউন্টও আপাতত ভারতে 'ব্লক' করার সিদ্ধান্ত নিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। কেউ যদি ভারতে ওই দুই ব্যক্তির এক্স অ্যাকাউন্ট খোলেন, তবে তাঁদের জানানো হবে, 'আইনি কারণে তাঁদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ' করে দেওয়া হয়েছে।আগে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা মহম্মদ আসিফের এক্স অ্যাকাউন্ট 'ব্লক' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তার পর পরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ় শরিফের ইউটিউব চ্যানেলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভারত। এ বার ইমরান এবং বিলাবলের এক্স অ্যাকাউন্টের উপর কোপ পড়ল। তবে তাঁদের অ্যাকাউন্ট কেন 'ব্লক' করা হল, তার কোনও কারণ আনুষ্ঠানিক ভাবে জানায়নি কেন্দ্র।শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয়, পাকিস্তানের অনেক অভিনেতা-শিল্পীরও সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্ট ভারতে বন্ধ করেছে মোদী সরকার। কারও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট, তো কারও আবার এক্স অ্যাকাউন্ট। পাশাপাশি, পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ইউটিউব চ্যানেলও 'ব্লক' করা হয়েছে।

মোবাইল অ্যাপসে এক ছাতার তলায় নির্বাচন কমিশন

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

এক ছাতার তলায় এবারে নির্বাচন কমিশন। এবার মোবাইল অ্যাপসের দুনিয়ায় আসছে ECINET। এতদিন চল্লিশটা মোবাইল এপ্লিকেশন ছিল নির্বাচন কমিশনের, এবার একটি নতুন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা যাবে। আর নির্বাচন কমিশনের এই নয়া মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন হল নতুন অ্যাপস হল ECINET যা অবিলম্বে লঞ্চ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। পুরনো চল্লিশটা অ্যাপ আর থাকছে না। এই অ্যাপের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ অর্থাৎ যারা ভোটার তারা নিজেদের যাবতীয় অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবেন। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি তাদের অভাব অভিযোগ থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শোন অথবা বিভিন্ন আবেদন করতে পারবে। নির্বাচন বিধি বা নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এই অ্যাপ মারফত পাওয়া যাবে। গত মার্চ মাসে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের যে বৈঠক হয় দিল্লিতে সেখানেই এই নতুন অ্যাপের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। শুধুমাত্র ভোটারদেরই নয় নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত স্বীকৃত বা রেজিস্টার্ড রাজনৈতিক দলগুলির কথা ভেবে যাতে মুঠোফোনেই নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সুবিধা দিতে ঠিক যেমন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম রয়েছে সেই ধরনের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেই বৈঠকেই। অবশেষে সেই নতুন মোবাইল এপ্লিকেশন হিসেবে এই নয়া অ্যাপস চালু করছে নির্বাচন কমিশন।নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, নাগরিকদের জন্য নির্বাচনী পরিষেবাকে সহজ করবে এই ECINET। নির্বাচনী আধিকারিকদের জন্য নির্বিঘ্ন এবং সুবিধাজনক ডেটা হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে এটি একটি বড় উদ্যোগ বলেও মনে করছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। ভোটারদের এবং অন্যান্য অংশীদারদের যেমন নির্বাচন আধিকারিক , রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের জন্য একটি নতুন ব্যবহারকারী-বান্ধব ডিজিটাল ইন্টারফেস তৈরি করা হয়েছে বলেও দাবি। ECINET-তে একটি নান্দনিক ব্যবহারকারী ইন্টারফেস (UI) এবং একটি সরলীকৃত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা (UX) থাকবে যা সমস্ত নির্বাচন-সম্পর্কিত কার্যকলাপের জন্য একটি একক প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে। এই পদক্ষেপটি ব্যবহারকারীদের একাধিক অ্যাপ ডাউনলোড এবং নেভিগেট করার এবং বিভিন্ন লগইন মনে রাখার বোঝা কমানোর জন্যও ডিজাইন করা হয়েছে। তথ্য যথাসম্ভব নির্ভুল করার জন্য, ECINET-এ কেবলমাত্র অনুমোদিত ECI আধিকারিকদের দ্বারা তথ্য প্রবেশ করানো হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দ্বারা প্রবেশ করা নিশ্চিত করবে যে স্টেকহোল্ডারদের জন্য উপলব্ধ তথ্য যথাসম্ভব নির্ভুল। তবে, কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে, যথাযথভাবে পূরণ করা প্রাথমিক তথ্যই প্রাধান্য পাবে। ECINET ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ, ভোটার টার্নআউট অ্যাপ, cVIGIL, সুবিধা 2.0, ESMS, সক্ষম এবং KYC অ্যাপের মতো বিদ্যমান অ্যাপগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যেগুলি একসাথে 5.5 কোটিরও বেশি ডাউনলোড হয়েছে (অ্যাপের সম্পূর্ণ তালিকা সংযুক্ত)। ECINET প্রায় 100 কোটি ভোটার এবং সমগ্র নির্বাচনী ব্যবস্থাকে উপকৃত করবে বলে আশা করা হচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে 10.5 লক্ষেরও বেশি বুথ লেভেল অফিসার (BLO), রাজনৈতিক দলগুলি দ্বারা নিযুক্ত প্রায় 15 লক্ষ বুথ লেভেল এজেন্ট (BLA), প্রায় 45 লক্ষ পোলিং অফিসার, 15,597 জন সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা (AERO), 4,123 জন ERO এবং 767 জন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা (DEO)। সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩৬ জন সিইও, ৭৬৭ জন ডিইও এবং গোটা দেশের ৪,১২৩ জন ইআরও-এর অংশগ্রহণে একটি বিস্তৃত পরামর্শমূলক অনুশীলনের পর এবং কমিশনের মাধ্যমে জারি করা ৯,০০০ পৃষ্ঠার নির্বাচনী কাঠামো, নির্দেশাবলী এবং হ্যান্ডবুক সমন্বিত ৭৬টি প্রকাশনা পর্যালোচনা করার পর ECINET তৈরি করা হচ্ছে। ECINET-এর মাধ্যমে প্রদত্ত তথ্য জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০, ১৯৫১, নির্বাচনী বিধি নিবন্ধন, ১৯৬০ নির্বাচনী বিধি আচরণ, ১৯৬১ এবং সময়ে সময়ে ইসিআই কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনি কাঠামোর মধ্যে কঠোরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

নৌসেনার পরে বায়ুসেনা প্রধানের সঙ্গে বৈঠক

PTI

প্রধানমন্ত্রীর পহেলগাঁওতে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকেই দেশজুড়ে নিরাপত্তা এবং পাল্টা হানা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। সেই আবহেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করছেন দেশের তিন বাহিনীর প্রধানরা। রবিবার দুপুরে ৭, লোক কল্যাণ মার্গে মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন ভারতীয় বায়ুসেনার প্রধান, এয়ার মার্শাল অমরপ্রীত সিং।শনিবার নৌসেনা প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পহেলগাঁও কাণ্ড-পরবর্তী পরিস্থিতিতে গত কয়েক দিনে এমন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে।এর আগেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করেছেন সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী এবং নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠী। সব বৈঠকই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। সূত্রের খবর, প্রতিটি বৈঠকেই পহেলগামের হামলার পাল্টা জবাব কীভাবে দেওয়া হবে, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।৩০ এপ্রিল সেনাপ্রধান দ্বিবেদী প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। ৩ মে শনিবার সন্ধ্যায় মোদীর সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন নৌসেনা প্রধান। এবং রবিবার ৪ মে, তৃতীয় বাহিনীর প্রধান হিসেবেই দেখা করলেন বায়ুসেনাপ্রধান। এই ধারাবাহিক বৈঠকই জল্পনা বাড়াচ্ছে, তবে কি পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠী বা পাক সেনার বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের রণকৌশল চূড়ান্ত হয়ে গেল? জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে শনিবার একটি বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, পহেলগাম হামলার পরই প্রধানমন্ত্রী সমস্ত সামরিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন সেনাবাহিনীর শীর্ষকর্তাদের। এখন মোদীর সঙ্গে একে একে বাহিনীপ্রধানদের এই বৈঠক সেই প্রত্যাঘাতের রেসিপি তৈরির প্রক্রিয়ারই অংশ কি না, তা নিয়ে কৌতূহলের পারদ চড়ছে দেশজুড়ে।দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তন বা প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের ইঙ্গিত মিলছে বলেই মত কূটনৈতিক মহলের একাংশের। এবার নজর আগামী দিনগুলিতে সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সম্ভাব্য ঘোষণার দিকে।

ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ঘোরানো হল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান

ইজরায়েলের দিকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র দেশটির প্রধান বিমানবন্দরের কাছে পড়েছে বলে দাবি তেল আবিবের। রোববার (৪ মে) দেশটির বেন গুরিওন বিমানবন্দরের কাছে ক্ষেপণাস্ত্রটি আঘাত হানে।সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ফুটেজে একটি যাত্রী টার্মিনাল থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা যায়।ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র হানার তদন্ত শুরু করেছে যা বিমানবন্দরের আশেপাশে পড়েছে।এদিকে, ইজরাইলি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস জানিয়েছে, এ ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা সামান্য আহত হয়েছেন এবং তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।এদিকে, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রটি টার্মিনাল ৩-এর একটি পার্কিং লটের কাছে একটি রাস্তার ধারে আছড়ে পড়েছিল।এদিকে এই ক্ষেপণাস্ত্র হানার জেরেই ঘূরিয়ে নেওয়া হল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান।

দিলীপের জগন্নাথ স্বস্তি

অভিজিৎ বসু দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে দর্শনের পরেই বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের দিকে একাধিক তির্যক মন্তব্য করেছেন তার দলেরই একাধিক নেতা। তার উপর মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনায় যার বিরুদ্ধেই আক্রমণ শানাচ্ছে দল সেই মুখ্যমন্ত্রীর সাথে একই ফ্রেমে সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষকে দেখতে পাওয়াটা দলের অনেক কর্মীই মেনে নিতে পারেন নি।তাই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সংবাদ মাধ্যমে একধিক বিজেপি নেতাকে প্রকাশ্যে দিলীপ ঘোষের নিন্দা করতে শোনা গিয়েছে। অন্যদিকে দাবাং দিলীপ ঘোষও তাদের উদ্দেশে জবাব দিয়েছেন। বলেছেন তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসে দিলীপ ঘোষকে শেখাবে কোনটা করা উচিত কোনটা অনুচিত।বিগত তিন চারদিন ধরে এই নিয়েই হয়েছে প্রচুর তরজা আর বিতর্ক। অবশেষে এই বিষয়ে দল ইতি টানতে চাইছে বলেই খবর।সূত্রের খবর দিলীপ ঘোষের দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া ও মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করা এই বিষয় নিয়ে আপাতত দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে না দল।কোনো রকম শো কজ অথবা জবাব তলব এর দিকেও হাঁটতে চাইছে না রাজ্য বিজেপি অথবা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। উল্টে দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সরাসরি যারা সোস্যাল মিডিয়ায় বিরূপ মন্তব্য করেছেন তাদেরকেই সাবধান করলো দল। কোনো ব্যক্তি অথবা নেতার বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ ধারণা থাকলে বলতে হবে দলের ভেতরে।কোনো রকম সোস্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করা যাবে না।এতে দলের বিড়ম্বনা তৈরি হচ্ছে।সূত্রের খবর দলের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কর্মী সমর্থক ও পদাধিকারী নেতাদের।.

পেহেলগাও হামলার পর বাংলায় সেনা কর্মীর বাড়িতে হুমকির পোস্টার,চাঞ্চল্য

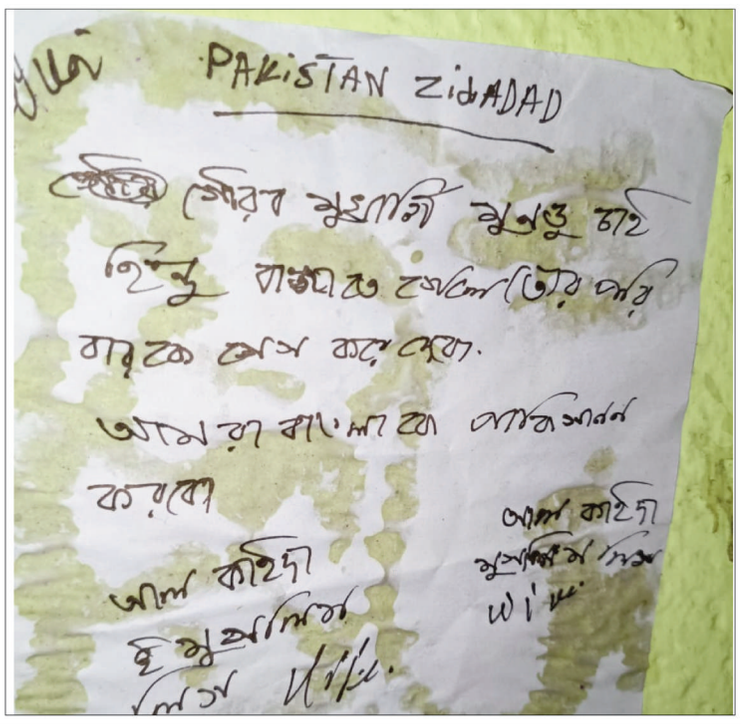

পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর ২৬ শে এপ্রিল বাংলায় সেনা কর্মীর বাড়ি হুমকির পোস্টার তাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।কাশ্মীরে কর্মরত সেনা কর্মীর বাড়ি হুগলীর জেলার ধনিয়াখালী ব্লকের অন্তর্গত বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বাগনান গ্রামে। ২৬ তারিখ অর্থাৎ শনিবার রাতে আনুমানিক আটটা নাগাদ সেনা কর্মীর বাড়িতে হুমকি দিয়ে পোস্টার পড়ে 'গৌরব মুখার্জির মুণ্ড চাই'। আর তা ঘিরেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। বাড়ির লোক তড়িঘরিক করে সেই রাতেই ধনিয়াখালি থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অন্যদিকে হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের সুপার কামনাশিস সেন জানিয়েছেন অভিযোগের ভিত্তিতে আয়নানুগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।২৮ তারিখ অর্থাৎ সোমবার সকালে বাড়িতে আবারো পোস্টার পরে বোম মেরে বাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়া হয় , দু দুবার বাড়িতে পোস্টার পড়াতেই বাড়ির লোক চিন্তিত। সোমবার বিকেলে হুগলীজেলা গ্রামীণ পুলিশের ডি এন্ড টি ডি এস পি প্রিয়ব্রত বক্সীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ সেনা কর্মীর বাড়ি এসে হাজির হয় সঙ্গে ছিল বোম স্কোয়াডের লোক জন মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে বাড়ির আশেপাশে তল্লাশি চালানো হয় এবং বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন ডি এন্ড টি ডি এস পি প্রিয়ব্রত বিব্রত বক্সি সঙ্গে ছিলেন ধনিয়াখালি সার্কেলের সার্কেল ইন্সপেক্টর রাম গোপাল পাল ও ধনিয়াখালি থানার ওসি।

বাড়ির সামনে বসানো হয় পুলিশ পিকেটিং।যদিও এই বিষয়ে বাড়ির লোক কোন মুখ খুলতে চাননি।ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে ছুটে আছেন ধনিয়াখালীর বিধায়ক অসীমা পাত্র বাড়ির লোকেদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন।তড়িঘড়ি করে বাড়ির সামনে বসানো হয় সিসিটিভি কিন্তু এই ঘটনার ন'দিন কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত দোষীকে চিহ্নিত করতে পারেনি পুলিশ প্রশাসন। এই ঘটনার জেরের পর বেশ কিছু মানুষকে ধনিয়াখালি থানায় ডাকা হয় ও তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় হাতের লেখা লেখানো হয় এবং পরের তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এই বিষয়ে পুলিশ যদিও কিছু বলতে চাইনি। এই বিষয়ে একটু বাড়ির লোক উদ্বিগ্ন।

আইআইটি খড়গপুরে ফের ছাত্রের রহস্যমৃত্যু

দেশের অন্যতম প্রধান প্রযুক্তি শিক্ষাকেন্দ্র আইআইটি খড়গপুরে ফের রহস্যমৃত্যু। রবিবার ভোররাতে চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা ক্যাম্পাস জুড়ে। মৃত ছাত্রের নাম মহম্মদ আসিফ কামার। তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে মদন মোহন মালব্য হলের □□□ ব্লকের ১৩৫ নম্বর ঘরে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত থেকে আসিফের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করেও সাড়া না মেলায় সন্দেহ দানা বাঁধে সহপাঠীদের মধ্যে। তারা দরজা খোলার বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনও সাড়া না পাওয়ায় শেষমেশ খবর দেওয়া হয় হিজলি ফাঁড়ির পুলিশকে। রাত প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ঘরের দরজা ভেঙে দেখতে পায়, আসিফের নিথর দেহ ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে দেহটি উদ্ধার করে পাঠানো হয় খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে, তবে ততক্ষণে সব শেষ।আসিফের বাড়ি বিহারের শিওহর জেলার গারাহিয়া গ্রামে। মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে তাঁর পরিবার ইতিমধ্যেই খড়গপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। পুলিশ ও কলেজ কর্তৃপক্ষ তরফ থেকেও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এই মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে আসিফের মোবাইল ফোন ও ব্যক্তিগত নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বছরে এই নিয়ে আইআইটি খড়গপুরে তিন ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটলো। মাত্র এক মাস আগেই অনিকেত ওয়ালকর নামে এক পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল ক্যাম্পাসে। জানুয়ারি মাসে আরও এক ছাত্র, শাওন মালিকের মৃত্যুও ঘটে একইভাবে। পরপর এমন মৃত্যুর ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, কীসের এত চাপ, কীসের এত যন্ত্রণা যা একের পর এক প্রতিভাবান ছাত্রকে মৃত্যুর পথ বেছে নিতে বাধ্য করছে?ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে যথাযথ নজর দেওয়া হচ্ছে কি? ক্যাম্পাসে কি সত্যিই যথেষ্ট কাউন্সেলিং সুবিধা রয়েছে? এসব প্রশ্ন উঠছে ছাত্রমহল ও অভিভাবকদের মধ্যে।আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে ছাত্রদের নিরাপত্তা ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি ফের একবার আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও তদন্তের অপেক্ষায় রয়েছে গোটা দেশ। তরুণ প্রতিভাদের এমন অকাল মৃত্যু রীতিমতো ভাবিয়ে তুলছে সকলকে।এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধে এখনই সচেতনতা ও দ্রুত পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি, তা না হলে আরও কত প্রাণ অকালে ঝরে যাবে, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।.

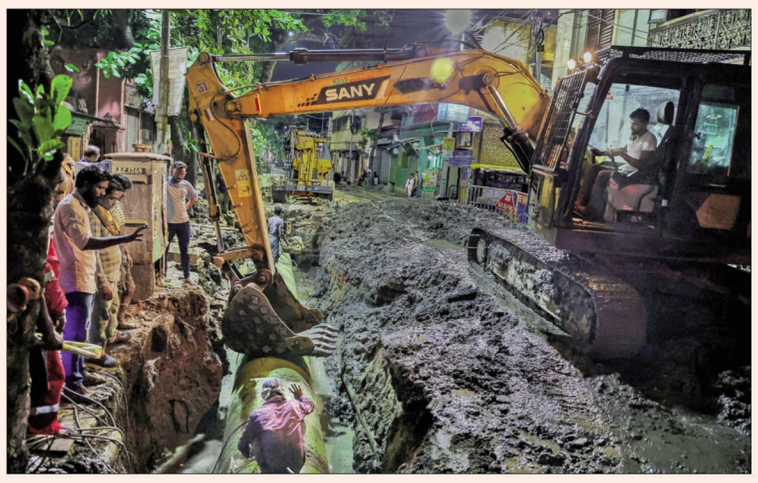

শহর কলকাতার মানুষ আমহার্স্ট্রিট মানেই জল যন্ত্রণা শহরের বৃষ্টি হলেই আমার আমহার্স্ট্রিটে গলা অব্দি জল তারই ব্যবস্থা করতে কলকাতা কর্পোরেশন নিকাশি পাইপ বসাচ্ছেন যাতে করে আর জল না জমে

বেহালার জেমস লং সরণিতে আবাসনের ৪ তলায় আগুন

শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড। বড়বাজার, লেকটাউন সল্টলেক সেক্টর ফাইভের পর এবার বেহালার জেমস লং সরণীতে একটি আবাসনে আগুন। আবাসনের চার তলায় আগুন লেগে যায়। আতঙ্কে ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা।

ফ্ল্যাটের দুদিক থেকে গলগল করে বের হতে থাকে আগুন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারদিক। ওই আবাসনের প্রত্যেক আবাসিককে বাইরে বার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করছে। অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে জেমস লং সরণী। দমকল কর্মীরা ইতিমধ্যেই আবাসনের ভিতরে প্রবেশ করেছেন। আগুন আসবাবপত্রে ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সমস্যা হচ্ছে।

কী থেকে আগুন লেগেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় দমকলকর্মীদের কাছে। আপাতত আগুন নেভানোর চেষ্টা চলছে। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "আমাদের তো মনে হচ্ছে এসি থেকেই আগুন লেগেছে।

সবাই বেরিয়ে নীচে নেমে এসেছে। আমি খাচ্ছিলাম, তখন খবর পাই আগুন লেগেছে।" আবাসিকরাও বলছেন, কী থেকে আগুন লেগেছে, তা বোঝা যাচ্ছে না, তবে যতদূর মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। পাশের বাড়ি থেকেই জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চলছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন আবাসিকরা।

শহরে নেট পরীক্ষার হলে প্রবেশের আগে গ্যাজেট কোনরকম কিছু আছে কিনা খতিয়ে দেখছেন কলকাতা পুলিশ

ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে চুঁচুড়ায় বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলন

ওয়াকফ সংশোধনী নিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হল চুঁচুড়া মল্লিক কাসেম হাট সংলগ্ন একটি লজে। ওয়াকফ সংশোধনী জনজাগরণ অভিযান নিয়ে রবিবার বিকেল ৫টা নাগাদ চুঁচুড়া মল্লি কাশম হাটের সামনে একটি লজে হগলি জেলা বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভানেত্রী রুকশানা বিবির নেতৃত্বে এক সভার আয়জন করা হয়। অভিযোগ ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে সংখ্যালঘু মানুষদের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলছে সারা দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। এই বিভ্রান্ত কাটাতেই রাজ্যব্যাপী শুরু হয়েছে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার নেতৃত্বে ওয়াকফ সংশোধনী অভিযান।

সেই উপলক্ষেই চুচুড়া মল্লিকাসিম হাটে একটি লজে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি চার্লস নন্দী জেলা বিজেপির সভাপতি গৌতম চ্যাটার্জী পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ সহ হুগলি জেলার প্রাক্তন সভাপতি তুষার মজুমদার এছাড়াও সাধারণ সম্পাদক সুরেশ শাউ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। জেলার একাধিক প্রান্ত থেকে প্রায় কয়েকশো সংখ্যালঘু ভাইবোনেরা এই দিন এই সবাই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মোবাইল না পেয়ে আত্মঘাতী কিশোরী

বাবার কাছে মোবাইল চেয়েছিল। কিন্তু, কিনে দেননি বাবা। মোবাইল না পেয়ে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। মৃত ছাত্রীর নাম সুনন্দিতা রায় কর্মকার। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জংশনের সাউথ জিৎপুর এলাকায়।

ওই ছাত্রী নেতাজি হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ত। এদিন ঘর বন্ধ করে ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে ওই ছাত্রী আত্মহত্যা করে। ডাকাডাকি করলেও সাড়া না দেওয়ায় বাড়ির লোকজন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন। দেখতে পান, সুনন্দিতা ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

বাড়ি লাগোয়া দোকান রয়েছে সুনন্দিতার বাবা সুবোধ রায় কর্মকারের। সকালে নিজের দোকানে ছিলেন তিনি। তার কাছে গিয়ে মোবাইল কিনে দেওয়ার জন্য বলেছিল সুনন্দিতা। সুবোধ মেয়েকে এখন পড়াশোনা করার কথা বলেন। পরে মোবাইল কিনে দেবেন বলে জানান।

বাবার কথা শুনে বাড়ি চলে আসে সুনন্দিতা। তারপর তাকে দেখে কিছু বোঝা যায়নি বলে পরিবারের লোকজন জানান। নিজের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় সুনন্দিতা। তখন তার মা ডাকাডাকি করে। কিন্তু, মেয়ে দরজা খোলেনি। তখনই দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে সুনন্দিতা ঝুলতে দেখেন সবাই। মেয়েকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন সুনন্দিতার মা। কেঁদে চলেছেন বাবাও। সুনন্দিতার দাদা শুভ্র রায় বলেন, "একটা মোবাইলের জন্য বোন এমন করবে ভাবতে পারছি না।"

প্রতিবেশীরা বলছেন, "একদম শান্ত পরিবার। মেয়েটির বাবা কোনওদিন বকেনি। বাবা-মা খুবই ভালবাসত। মোবাইলের জন্য কেন যে এরকম করল, আমরা বুঝতে পারছি না।"

ছেলের আত্মহত্যা দেখেই গলায় দড়ি বাবার

সাতসকালে বেলুড়ে বাবা-ছেলের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। শোরগোল ঠাকুরন পুকুর এলাকায় গিরিশ ঘোষ রোডে। প্রথম ঘটনাটি চোখে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এলাকার কিছু বাসিন্দা। তাঁরাই দেখেন এলাকায় পুকুরের পাশে একটি গাছ থেকে ঝুলছে সুভাষ পাল (৭৫) নামে এলাকারই এক ব্যক্তির দেহ। ঘটনা দেখে চোখ কপালে উঠে গেলেও চমকের তখনও বাকি।

বাড়িতে খবর দিতে গিয়ে তখন আর এক কাণ্ড। দেখা যায় ছেলে অজিত পালের (৩৮) দেহ বাড়ির ভিতরেই মেঝেতে পড়ে রয়েছে। পাখায় ঝুলছে গামছা। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রথমে গলায় গামছা জড়িয়ে আত্মঘাতী হয় ছেলে। তা দেখেই বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে একটি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন বাবা। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, অজিত একটি প্রাইভেট সংস্থায় কাজ করেন। মা এক বছর আগে মারা যান। বাবা ও ছেলে একসঙ্গে থাকতেন। কিন্তু, কী কারণে আত্মহত্যা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

পান্ডুয়ায় শিক্ষকের বাগানে ব্রুনাই কিং প্রজাতির আম, দিশা দেখাবে চাষে

দিব্যেন্দু মজুমদার, হুগলিশখের আমবাগানে এবার ব্রুনাই কিং আমের ফলন আগামী দিনে আম চাষিদের নতুন দিশা দেখাবে। সম্প্রতি পান্ডুয়ার বেনেপাড়ায় শিক্ষক পার্থ দের বাড়ির বাগানে ব্রুনাই কিং জাতের আমের ফলন রীতিমতো তাক লাগিয়েছে। শিক্ষকতার পাশাপাশি পার্থবাবুর শখ ফলের বাগান করা। নিজের বাড়িতে নিজের হাতে লাগানো গাছের ফল খাওয়ার আনন্দই আলাদা। নিজে যেহেতু আম খেতে ভীষণ ভালোবাসেন তাই দেশ বিদেশের প্রায় ২৫ রকম প্রজাতির আম গাছ লাগিয়েছেন পার্থবাবু। এইসব প্রজাতির মধ্যে ইয়েলো আইভরি, ব্যানানা ম্যাংগো, কেন্ট চ্যাং মাই, ব্রুনাই কিং এর মত আম গাছও রয়েছে। এছাড়া শখের এই বাগানে আম ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির কাঁঠাল সবেদা জামরুল লিচুর মতো গাছ। গত বেশ কয়েক বছর ধরে এই ফলের গাছের পরিচর্যা করছেন ওই শিক্ষক। এই বছর তার বাগানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ওই ব্রুনাই কিং প্রজাতির আম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বড় প্রজাতির এই আমের বৈশিষ্ট্য হল এর খোসা পাতলা এবং এর ভিতর ফাইবার থাকে না। এই প্রজাতির আম খেতে যেরকম মিষ্টি সেরকম সুস্বাদুও। আকার এবং ওজনেও এই আম অনেকটাই বড়। পাকা অবস্থায় এক একটা আমের ওজন প্রায় চার থেকে সাড়ে চার কেজি পর্যন্ত হয়।পার্থ বাবু জানান বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে দিন দিন গরম বাড়ছে। তাই তিনি একসময় স্থির করেন যে বাড়িতেই ফলের বাগান করবেন। তাতে একদিকে গাছের ফলও খাওয়া হবে, অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে। আর এই ফলের গাছ করার শখ এখন তার কার্যত নেশায় পরিণত হয়েছে। রকমারি ফলের বাগানে এখন সারা বছর ধরেই কোনো না কোনো ফল ফলে থাকে। মেদিনীপুর থেকে ব্রুনাই কিং প্রজাতির আমের চারা এনে তিনি তার বাগানে লাগান। এছাড়া হাওড়ার একটা নার্সারি থেকেও বেশ কিছু ফলের গাছের চারা এনে বাগানে বসিয়েছিলেন। এই ফলের বাগান করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই ওই শিক্ষক লক্ষাধিক টাকা চারা গাছ কিনতে ব্যয় করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি অবসর সময়ে তিনি নিজেই জৈব সার তৈরি করে সেই সার দিয়ে গাছের পরিচর্যা করেন। কিন্তু সেই সব গাছের মধ্যে মেদিনীপুর থেকে আনা ব্রুনাই কিং প্রজাতির আমের ফলন রীতিমতো চমকে দিয়েছে। গাছ ভরে এখন আম হয়েছে। কাঁচা অবস্থাতেই এক একটা আমের ওজন প্রায় তিন কেজির সমান। পাকার পর এই আমের ওজন যে আরও বাড়বে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পার্থ বাবু নিজে যেরকম ফল খেতে ভালোবাসেন সেরকম পাড়া-প্রতিবেশীদের ফল খাইয়েও আনন্দ পান। তিনি বলেন তার প্রতিবেশীরা খুবই ভালো, কেউ তার বাগানের ফল চুরি করে নিয়ে যায় না। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে বাগানের ঢুকে আনন্দ করে ফল খান। নিজে খাওয়ার আনন্দ থেকে প্রতিবেশীদের খাইয়ে অনেক বেশি আনন্দ পান পার্থ বাবু। বর্তমানে এই আমের ফলন দেখতেও এলাকার অনেক মানুষই ওই শিক্ষকের বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাকলে আমিও যাব, দিলীপের পাশে থেকে বললেন বিকাশ

দিলীপ ঘোষের দিঘা সফর এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘিরে যখন বিজেপির অন্দরে বিতর্ক তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় দিলীপের পাশে দাঁড়ালেন সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা ও প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আমায় আমন্ত্রণ জানালে, সৌজন্যের খাতিরে আমিও যাব।"দিলীপ ঘোষের মন্দির সফর এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ নিয়ে বিজেপির অন্দরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক নেতা। তবে দিলীপ পাল্টা দাবি করেছেন, এটা আসলে বিজেপির জয়, আর সেই জয় ছিনিয়ে আনতেই তিনি গিয়েছিলেন। এই দাবিকে স্বীকৃতি দিলেন বিকাশবাবুও।তিনি বলেন, "দিলীপ ঘোষ আরএসএসের সৈনিক, তাঁর কাজের মধ্যে কোনও আরএসএস-বিরোধীতা নেই। আজ যারা তাঁকে দোষারোপ করছেন, কাল নাগপুর থেকে একটা ফোন এলেই তাদের অবস্থান বদলে যাবে।"জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ নিয়ে তাঁর বক্তব্য, "এটা আরএসএসের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা, যা এখন বাংলায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় শুভেন্দু অধিকারী যেমন ভূমিকা রেখেছেন, তেমনই দিলীপ ঘোষও। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।"একইসঙ্গে বিকাশবাবু রাজনৈতিক সৌজন্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। বলেন, "রাজনৈতিক বিরোধিতা কখনও ব্যক্তিগত শত্রুতা হয়ে উঠতে পারে না। জ্যোতিবাবু ও বিধান রায়ের সম্পর্ক, কিংবা প্রমোদ দাশগুপ্ত-প্রফুল্ল সেনের সৌহার্দ্য আমাদের শিখিয়ে দেয় কীভাবে ভিন্ন মতের মধ্যেও মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখা যায়।"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর অতীত রাজনৈতিক বিতর্ক প্রসঙ্গেও বিকাশরঞ্জনের মন্তব্য, "তিনি আমাকে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করেছেন, সেটাই হোক। প্রকাশ্যে বিরোধিতা হোক, গোপনে ছুরি মারা নয়। কিন্তু তা বলে পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলে যাব না? নিশ্চয়ই যাব। এটা সৌজন্য, সভ্যতার অঙ্গ।"রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, বিজেপির অভ্যন্তরীণ সংঘাত যখন তুঙ্গে, তখন সিপিএম নেতার এমন বক্তব্য কি নতুন বার্তা দিচ্ছে? আপাতত যা স্পষ্ট, তা হল— দিলীপের পাশে দাঁড়িয়ে বিকাশ এক নতুন রাজনৈতিক সৌজন্যের পাঠ রাখলেন সামনে

সামশেরগঞ্জ থানার ওসি ও এসআই সাসপেন্ড, বদলে গিয়েছে দুই এসপি-ও

কয়েকদিন আগেই মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরে পুলিশ সুপারের পদে বড়সড় রদবদল হয়। এবার সেই রদবদলের আবহেই সামশেরগঞ্জ থানার দুই শীর্ষ পুলিশকর্তাকে সাসপেন্ড করল জঙ্গিপুর জেলা পুলিশ প্রশাসন। সামশেরগঞ্জ থানার অফিসার ইন চার্জ (ওসি) শিবপ্রসাদ ঘোষ এবং সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার জালালুদ্দিন আহমেদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। শনিবার রাতে জারি হয় এই নির্দেশিকা, যা ইমেইলের মাধ্যমে পৌঁছেছে সংশ্লিষ্ট দফতরে। ফলে নতুন করে আলোড়ন ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে।প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে ওয়াকফ সংক্রান্ত আন্দোলন ঘিরে ছড়ায় ব্যাপক উত্তেজনা ও হিংসা। রাজপথে নামেন আন্দোলনকারীরা, পুড়তে থাকে সরকারি সম্পত্তি, হামলার মুখে পড়ে সাধারণ মানুষ। ঠিক সেই সময় সামশেরগঞ্জ থানার দায়িত্বে ছিলেন এই দুই পুলিশ অফিসার। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাঁরা। এই ঘটনার জেরেই তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।এর আগেই হঠাৎ করেই সরিয়ে দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব ও জঙ্গিপুরের এসপি আনন্দ রায়কে। তাঁদের বদলে দায়িত্বে আনা হয়েছে নতুন দুই অফিসারকে। যদিও এই রদবদলের কারণ স্পষ্টভাবে জানায়নি নবান্ন, তবে ওয়াকফ আন্দোলনের সময় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠেছিল নানা প্রশ্ন। বিরোধী দল বিজেপি বারবার প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে সরব হয়েছিল।অশান্তির সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হাইকোর্ট সেই আবেদন মঞ্জুর করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেয়। এরপর থেকেই মুর্শিদাবাদে বাড়ানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল, নজরদারি চালায় বিএসএফ। পরিস্থিতি কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আসে।ওসি ও এসআই-কে সাসপেন্ড করার ঘটনায় ফের তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে প্রশাসনিক মহলে। কেউ কেউ মনে করছেন, মুখ বাঁচাতেই নিচুস্তরের পুলিশ অফিসারদের বলি দেওয়া হচ্ছে। আবার অন্য অংশের মতে, দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় প্রশাসনের সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।যা পরিস্থিতি, তাতে মুর্শিদাবাদে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ফিরতে এখনও বেশ খানিকটা সময় লাগবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সামনে পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি— সেই প্রেক্ষাপটে জেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে চলেছে।

বিজেপির শক্তি ঘাঁটিতে উড়ল সবুজ আবির, খাতা খুলতে পারল না বিরোধীরা

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে পূর্ব মেদিনীপুরে একের পর এক সমবায় নির্বাচনে জিতে জেলায় আরও শক্তি বাড়াল তৃণমূল। জেলাজুড়ে একের পর এক সমবায়ে তৃণমূলের কাছে ধরাশায়ী বাম-বিজেপি। এবার বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতে থাবা বসাল তৃণমূল। রবিবার হলদিয়া ব্লকের বাড়বাসুদেবপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন ছিল। যার মোট আসন সংখ্যা ১২টি। সেখানে সবকটি আসন দখল করল তৃণমূল।

এদিন সকাল থেকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃণমূল এবং বিজেপি দুই দলের টানটান রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শেষমেষ এদিন বিকেলে ফল প্রকাশ হতে দেখা যায় সবকটি আসনেই তৃণমূলের কাছে হেরেছে বিজেপি এবং সিপিএম। এরপরই সবুজ আবির এবং মিষ্টি মুখে মেতে উঠেন তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী ও কর্মী সমর্থকেরা।

এই সমবায়ের মোট ভোটার সংখ্যা ৭৭৬। যার মধ্যে এদিন ভোট পড়েছে ৬৩৬টি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতে তৃণমূলের এই জয়কে বড়সড় সাফল্য বলে মনে করছে শাসক শিবির।

হলদিয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মানস দাস বলেন, "পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা এই এলাকায় পরাজিত হয়েছি। তার পরও এলাকায় উন্নয়ন করায় মানুষ ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই আমাদের সমর্থন করেছে। ধর্ম যে যার, উন্নয়নই শেষ কথা বলে। এই জয় ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে অনেকটাই পথ সুগম করবে আমাদের।"

রাজ্যের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপির বক্তব্য, "পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ভয় দেখিয়ে সমবায়গুলি দখল নিচ্ছে শাসকদল। আমরা লোকসভা ও বিধানসভায় জয় ধরে রাখতে পেরেছি, এটাই আমাদের কাছে বড় জয়।"

সুজাতাকে আইনি নোটিস পাঠাচ্ছেন সৌমিত্র খাঁ

ফের লড়াই দুই প্রাক্তন! বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ও তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডলের মধ্যে ফের বাকযুদ্ধই শুধু নয়, বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে এবার আইনি লড়াইও শুরু হল। সাংসদের চরিত্র এবং তাঁর পরিবার নিয়ে প্রাক্তন স্ত্রীর কুমন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে আইনি নোটিস পাঠাচ্ছেন বলে সংবাদমাধ্যমে জানালেন সৌমিত্র খাঁ। রবিবার বিষ্ণুপুরে সমস্ত নথিপত্র হাতে নিয়ে সুজাতা মণ্ডলের বিরুদ্ধে পালটা দুর্নীতির ভূরি ভূরি অভিযোগ তুললেন সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ পদ ব্যবহার করে সুজাতা বেআইনিভাবে অর্থ নিয়েছেন আর সেই টাকায় বিদেশ সফর করেছেন।

বিতর্কের সূত্রপাত দিন তিনেক আগে। মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে গত ৩০ এপ্রিল সস্ত্রীক দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে গিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। তাতেই বঙ্গ বিজেপির রোষানলে পড়েন তিনি। একে একে সৌমিত্র খাঁ, সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীরা তাঁর এহেন কাজের সমালোচনা করেন। তার মধ্যে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক মন্তব্য ছিল বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-র। সোশাল মিডিয়া পোস্টে তো বটেই, সাংবাদিক বৈঠকেও দিলীপ ঘোষের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করার মতো মন্তব্য করেছিলেন তিনি। পদ্মশিবিরের দুই নেতার মধ্যে এহেন আকচাআকচির মাঝে এসে পড়েন সৌমিত্রর প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল, যিনি এই মুহূর্তে শাসক শিবিরের নেত্রী। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর থেকে প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হেরেছেন।

দিলীপ ঘোষকে সমর্থন করতে গিয়ে প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে কুমন্তব্য শোনা গিয়েছিল সুজাতার মুখে। সৌমিত্রর পরিবারের উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, "গাই-বাছুর নিয়ে দিল্লিতে লুকিয়ে থাকতে হয় তাঁকে। আসলে যাঁকে এখন বিষ্ণুপুরের ওই ব্যক্তি (সৌমিত্র খাঁ) স্ত্রী বলে পরিচয় দিচ্ছেন, তিনি তো জেলায় বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি অভিজিৎ রায়চৌধুরীর বিধবা স্ত্রী। তাঁদের লীলাখেলাটা তো অভিজিৎবাবু বেঁচে থাকতেই ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেই শোকে হয়ত তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।"

লক্ষ্য নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করা, বিশেষ অ্যাপ তৈরি করে তাক লাগাল বোলপুরের নাবালক

এহেন কুরুচিকর মন্তব্যের পালটা দিয়ে এবার সুজাতা মণ্ডলকে আইনি নোটিস পাঠানোর পথে হাঁটছেন সৌমিত্র খাঁ। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর বক্তব্য, "লাগাতার উনি ব্যক্তিগত আক্রমণ করে চলেছেন। আর এসব কথা যে বলছেন, ওঁর নিজের বোনের স্বামী মারা গেলে, তাঁর মেয়ে থাকলে কী বলতেন? এরকমই বলতেন যে গাই-বাছুর নিয়ে আছে? আর আমিও ওঁর দুর্নীতির কথা জানি। দীর্ঘ ৬ বছর ধরে সুজাতা মণ্ডল কলকাতা একটি সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। সেইসঙ্গে বাঁকুড়ার জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন। একসঙ্গে স্কুলের বেতন এবং জেলা পরিষদের বেতন – দুটি সরকারি ভাতা কী করে পান? জাপান-সহ বিদেশে ঘুরে বেড়ায় কী করে? মৎস্য দপ্তরের কাটমানিতে এসব করছেন।" বিষ্ণুপুরের দুই প্রাক্তনের এই লড়াই এখন কতদূর গড়ায়, সেটাই দেখার।

বসিরহাটে উদ্ধার ৩৪ লক্ষ টাকার জাল নোট

লক্ষাধিক টাকার জাল নোট উদ্ধার করল উত্তর ২৪ পরগনার মাটিয়া থানার পুলিশ। উদ্ধার প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকার জাল নোট। বিপুল পরিমাণে এই জাল নোট রাখার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের মাটিয়া থানার খোলাপোতা এলাকায়। ধৃতের সঙ্গে বাংলাদেশি কোনও যোগ আছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম শেখ আবদুল করিম ওরফে রাজা। বাড়ি খোলাপোতা এলাকায়। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও মাটিয়া থানার ওসি মলয় মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন পুলিশ অভিযান চালায়। অভিযানে একটি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে জাল নোট উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া নোটের মধ্যে ২০০০, ৫০০ ও ২০০ টাকার নোট বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ৩৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই বাড়ি থেকে সাদা পেপার

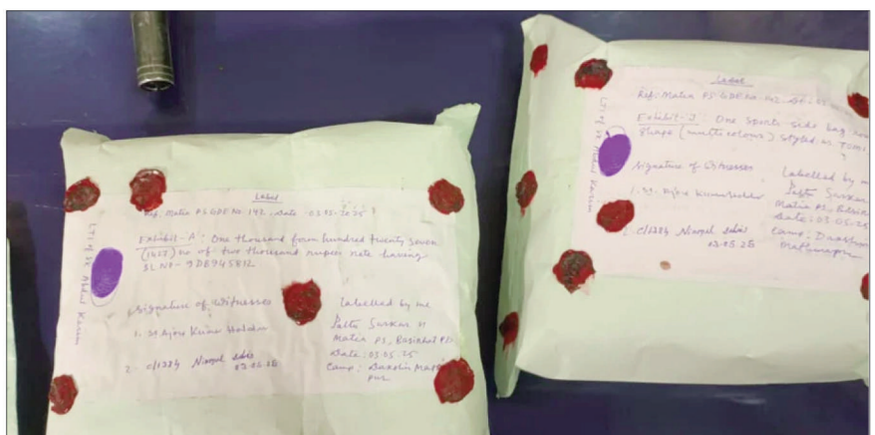

কাটিং উদ্ধার হয়েছে, যেগুলি টাকার সাইজের সমান।

ওই কাগজগুলি প্রিন্ট করে আরও জাল টাকা বানিয়ে বাজারে ছাড়ার ছক ছিল বলে অনুমান পুলিশের। পুলিশ জানিয়েছে, আবদুলের বিরুদ্ধে আগেও মাটিয়া থানায় চুরি ও ছিনতাইয়ের একাধিক অভিযোগ ছিল। এবার তাকে জালনোট-সহ গ্রেপ্তার করা হল। বাদুড়িয়ার এসডিপিও রাহুল মিশ্র মাটিয়া থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বলেন, "ধৃতের থেকে প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকার জাল ভারতীয় নোট উদ্ধার করা হয়েছে। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগেও একাধিক বেআইনি কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।"

পুরীর পবিত্রতা নকল? দিঘার 'জগন্নাথ ধাম' ঘিরে ঝড় রাজনীতির মঞ্চে!

স্নিগ্ধা চৌধুরী দিঘার "জগন্নাথ ধাম" কেন্দ্র করে ধর্মীয় আবেগ ও রাজনৈতিক চাপানউতোরের পারদ চরমে। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় পর্যটনস্থল দিঘায় নির্মিত এই কেন্দ্রটি ঘিরে ওড়িশা এবং বাংলার মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে বলেছেন, এটি শুধু ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত নয়, বরং পুরীর শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি স্পষ্ট অবমাননা।রবিবার সকালে টুইট করে শুভেন্দু জানান, "জগন্নাথ ধাম" নামে যেটি প্রচার করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তা একধরনের প্রতারণা। প্রকল্পের সরকারি কাগজে "কালচারাল সেন্টার" লেখা থাকলেও বাস্তবে সেটিকে একধরনের মন্দির হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, যা পুরীর ঐতিহ্যকে নকল করার যে স্পষ্ট প্রয়াস।তিনি আরও দাবি করেন, "ধাম" শব্দটির একটি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। ভারতের চার ধামের একটি হল পুরীর শ্রী জগন্নাথ মন্দির, যেখানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত রথযাত্রায় অংশ নেন। দিঘার এই স্থাপনাটি সেই গম্ভীর ও পবিত্র পরিচয়কে নকল করে ধর্মীয় বিভ্রান্তি তৈরি করছে।শুভেন্দু এ প্রসঙ্গে ওড়িশা সরকারের জোরালো তদন্তের প্রশংসা করেন এবং দইতাপতি নিযোগের দুই সদস্য রামকৃষ্ণ দাসমহাপাত্র ও রাধারমণ দাস এর ভূমিকার তদন্ত দাবি করেন। তাঁর কথায়, এই দুই ব্যক্তি জগন্নাথ সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের এই দালালি শুধু ধর্মীয় সংস্কৃতি নয়, জাতিগত পরিচয়কেও বিপন্ন করছে। মানুষকে সচেতন করা এখন সময়ের দাবি।দিঘার 'জগন্নাথ ধাম' এখন শুধু একটি নির্মাণ নয় এটি এক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে স্পষ্ট, এই বিতর্ক সহজে মিটছে না।

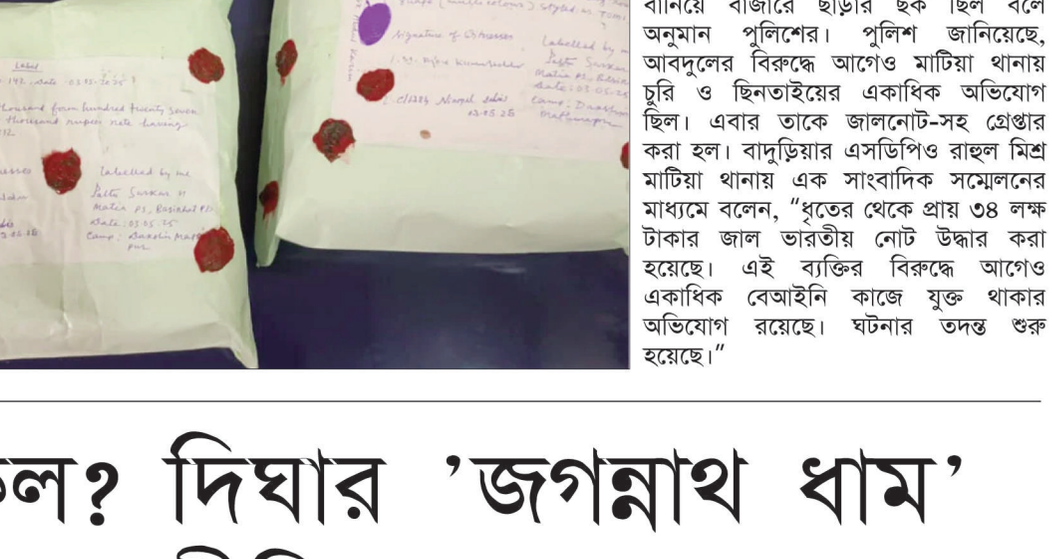

বিশেষ অ্যাপ তৈরি করে তাক লাগাল বোলপুরের নাবালক

ছোট বোনের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই মাত্র ১১ বছর বয়সে 'হিউম্যান ম্যানেজমেন্ট রেসকিউ সিস্টেম' বা আরএল সিস্টেম বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিল লাভপুরের খুদে পড়ুয়া অনুরাগ মজুমদার। কলকাতার বিখ্যাত নিউরোসায়েন্টিস্টের থেকে এর জন্য আগে পুরস্কারও পেয়েছিল সে। এবার স্বীকৃতি মিলল এশিয়াটিক সোসাইটির বিশেষ কর্মশালার সুযোগের মাধ্যমেই। অনুরাগ মজুমদারের কথায়, "বড় হয়ে আমি বিজ্ঞানী হতে চাই। ভবিষ্যতে মহিলাদের সুরক্ষা দিতেই নানা ভাবনা চিন্তা রয়েছে। আমার মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেও জরুরিকালীন অবস্থায় সুরক্ষা পেতে পারেন সকলেই। আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন লাভপুরে পশ্চিম কাদিপুর জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাড়াও লাভপুরের বিধায়ক এবং ব্লক প্রশাসন।" বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ বলেন, "অনুরাগের সাফল্য গর্বিত। তাঁর পরিবারের পাশে থেকেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"

মানবিক করিডর

মিয়ানমারের রাখাইনের রোহিঙ্গাদের জন্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে একটি হিউম্যানিটারিয়ান প্যাসেজ বা মানবিক করিডর দেয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে; বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন এই তথ্য প্রকাশের পর মানবিক করিডর ইস্যুটি নিয়ে দেশে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক হচ্ছে।করিডর বিষয়ে সরকারের এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ব্যাখ্যা দাবি করেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

বিএনপি মহাসচিব স্পষ্টতই বলেছেন, ‘‘এ ধরনের সিদ্ধান্তে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়তে পারে’’। প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, সরকার তথাকথিত ‘মানবিক করিডর’ নিয়ে জাতিসংঘ অথবা অন্য কোনো সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করেনি।

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে যে মানবিক করিডর বা হিউম্যানিটারিয়ান প্যাসেজ বলতে আসলে কী বোঝায়? এটি কীভাবে কাজ করে? কীভাবে ও কেন কোনো দেশে এধরনের করিডর প্রতিষ্ঠা করা হয় ?প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিনের গাজায় ভয়াবহ নৃশংসতায় তীব্র মানবিক সংকটে পড়া গাজার মানুষদের জন্য সহায়তা পাঠাতে মানবিক করিডর বারবার আলোচনায় এসেছে। যদিও বাংলাদেশে এটি আলোচনায় এসেছে রাখাইনে মানবিক সহায়তা পাঠানোর প্রসঙ্গে। এর বাইরে বিশ্বের নানা দেশে সংঘাতময় এলাকায় এধরনের করিডর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখা গেছে।

বিশ্বের সংঘাতময় অঞ্চলগুলোয় যেখানে মানুষ খাদ্য ও ঔষধসহ জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী পায় না কিংবা বেসামরিক নাগরিকসহ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে মানবিক করিডরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে আইনের আওতায় যাদের সরাসরি সহযোগিতা করা যায় না তাদের জন্যই এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

বিশ্বের যেসব জায়গায় এমন মানবিক করিডর হয়েছে তার কোনো কোনোটি বিবদমান পক্ষগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনার মাধ্যমে, আবার কোনোটি তৃতীয় পক্ষ- বিশেষ করে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় হয়েছে। মূলত জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন রেজুলেশন (৪৬/১৮২ এবং ৫৮/১১৪) এ মানবিক নীতিকে অনুমোদন করা হয়েছিলো। সংস্থাটি মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রের সব কার্যক্রম গাইড করে থাকে।সহায়তা বলতে ,, যুদ্ধ, জলবায়ু বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যাদের মৌলিক অধিকার বিঘ্নিত তাদের জীবন রক্ষাকারী সহায়তার কথা বলা হচ্ছে। তবে এই মানবিক সহায়তা অবশ্যই হতে হবে মানবিকতা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায্যতার নীতি অনুসারে।

অস্ট্রেলিয়ায় বিপুল জয়, আলবানিজের বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন

অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচনে ভূমিধস জয় পেয়ে আবারো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন মধ্য বামপন্থী লেবার পার্টির অ্যান্থনি আলবানিজ। সবশেষ তথ্য অনুযায়ী তার দল প্রতিনিধি পরিষদের ৮৫ আসনে জয় নিশ্চিত করতে যাচ্ছে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য দরকার ৭৬ আসন। অন্যদিকে লিবারেল ন্যাশনাল কোয়ালিশন ৪১ আসনে জয় পাচ্ছে বলে আভাস পাওয়া গেছে। আর গ্রিনরা এখনো কোন আসন পায়নি।

নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ভোটগণনা এখনো শেষ না হলেও আলবানিজের মধ্য-বামপন্থী সরকার নাটকীয়ভাবে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাড়িয়েছে এবং কনজারভেটিভ লিবারেল-ন্যাশনাল কোয়ালিশন দেশজুড়ে বড় পরাজয়ের মুখে পড়েছে।

‘‘আজ অস্ট্রেলিয়ার মানুষ অস্ট্রেলিয়ান মূল্যবোধের পক্ষে ভোট দিয়েছে সবার জন্য ন্যায্যতা, প্রত্যাশা ও সুযোগ; বৈচিত্রতা ও মানবিকতার জন্য সাহস দেখানোর শক্তি’’, আলবানিজ বলেছেন। কোয়ালিশন নেতা পিটার ডাটন তার চব্বিশ বছরের আসনে পরাজিত হয়েছেন। তিনি তার দলের পরাজয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে দলীয় এমপিদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

নির্বাচনের ফল সামনে আসার পর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও উভয়েই বলেছেন যে, তারা অস্ট্রেলিয়ার সাথে তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর হওয়ার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

তবে আলবানিজকে প্রথম অভিনন্দন জানিয়েছেন পাপুয়া নিউগিনির প্রধানমন্ত্রী জেমস মারাপে। মি.আলবানিজ নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন।অস্ট্রেলিয়ার এবারের নির্বাচনের পাঁচ সপ্তাহের প্রচারণার সময় জীবন যাত্রার ব্যয় বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা ও গৃহায়ন খরচ বড় ইস্যু হয়ে ওঠেছিলো।

নির্বাচনের প্রধান দুই নেতা- অ্যান্থনি আলবানিজ ও পিটার ডাটন

তীব্র লড়াইয়ের জন্য পরস্পরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উভয় নেতাই পরস্পরের প্রশংসা করেছেন ও একে অন্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভোটগ্রহণ শেষ হবার কয়েক ঘণ্টা পরই ফল যে আলবানিজের পক্ষে যাচ্ছে তা পরিষ্কার হয়ে যায়, যদিও সব ভোটগণনা এখনো শেষ হয়নি। অস্ট্রেলিয়ান ইলেকশন কমিশন জানিয়েছে, নির্বাচনের রাতে দুই থেকে আড়াই কোটি ব্যালট পেপার ম্যানুয়াল পদ্ধতি গণনা করা হয়েছে। আগামী কয়েকদিনে (সপ্তাহও হতে পারে) এই গণনা কার্যক্রম শেষ হবে। দেশটির প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচনের ভোটগণনা কার্যক্রমে দ্বিতীয়বার গণনা করা বাধ্যতামূলক।

যে কারণে এখানে দ্রুত গণনা সম্পন্ন করার আর কোন উপায় নেই। এজন্যই এবারের নির্বাচনের চূড়ান্ত গণনা কখন শেষ হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না।ছোট দলগুলোর কিছু তথ্য। লেবার, দ্যা লিবারেল, দ্যা ন্যাশনালস এবং দ্যা গ্রিন মোটামুটি আলোচনায় থাকে। যদিও আসলে ১২টি দল সিনেটে আর আটটি দল প্রতিনিধি পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। সিনেটের পলিন হানসন ১৯৯৭ সালে ডানপন্থী হিসেবে পরিচিত ওয়ান ন্যাশন পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। হানসন প্রায়ই নানা বিতর্কের কেন্দ্রে থাকেন। তিনি সিনেটে বুরকা পড়ে ব্যাপক আলোচনায় এসেছিলেন। তার দলের নীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানো এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

দ্যা ন্যাশনালসের সাবেক সদস্য বব কাটের প্রায় ৫০ বছর ধরে এমপি এবং তিনি তার বক্তৃতার স্টাইলের জন্য পরিচিত। ২০১৭ সালে সমলিঙ্গের বিয়ের বিষয়ে গণভোটের সময়ে তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। বিলিওনিয়ার ক্লাইভ পালমারের দলের নাম ছিলো ইউনাইটেড অস্ট্রেলিয়া পার্টি। গত নির্বাচনে প্রায় ৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করেও মাত্র একটি আসন পেয়েছিলেন সিনেটে। এবার পালমার ট্রাম্পেট অফ প্যাটরিওটস পার্টিকে সমর্থন দিচ্ছেন।এছাড়া সেন্ট্রাল এলায়েন্স দলের একমাত্র এমপি হলেন রেবেকা শারকি। ইতোমধ্যেই তিনি কোয়ালিশন নেতা পিটার ডাটনের সাথে যোগসূত্র রাখবেন বলে জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য সেবা ইস্যু - বিবিসির টিফানি টার্নবুল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা পদ্ধতির সূচনা হয়েছে প্রায় চার দশক আগে। সেখানে মেডিকেয়ার নামে একটি জনবীমা প্রকল্প চালু আছে। এর আওতায় উন্নত মানের স্বাস্থ্য সেবা নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত।

কিন্তু বিষয়টি প্রায়ই জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। কারণ প্রয়োজনের সময় অনেককেই এই সেবা পেতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বলতে গেলে সর্বজনীন এই স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি অনেকটাই খুঁড়িয়ে হাঁটছে।সরকার যে অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে তা যথেষ্ট হচ্ছে না। জেনারেল প্রাকটিশনারসহ স্বাস্থ্যকর্মীর সংকট দেখা যাচ্ছে। সেবাপ্রার্থীদের জন্য অপেক্ষার সময় ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। রোগীদের খরচও দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে। দেশটিতে অনেকেই বিবিসিকে বলেছেন, সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

নির্বাচনে জয়ের পর রাতেই প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজকে প্রকাশ্যে দেখা গেছে। তিনি সিডনিতে তার নির্বাচনি এলাকা সংশ্লিষ্ট একটি ক্যাফেতে স্থানীয়দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ‘‘অস্ট্রেলিয়ার মানুষ বিভাজন নয়, ঐক্যের জন্য ভোট দিয়েছে’’, সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন তিনি। তিনি বিশ্বনেতাদের কাছ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন পেয়েছেন বলেও জানান।যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন কখন, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘‘আমার কাজ এখানে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় স্বার্থকে তুলে ধরা।’’

শহর এলাকায় এবার বড় ধরনের পরাজয়ের মুখে পড়েছে দ্যা লিবারেল পার্টি। বিশেষ করে মেলবোর্ন, সিডনি, ব্রিজবেন ও অ্যাডেলেইডের মতো বড় শহরগুলোতে দলটির প্রার্থীরা হেরে গেছেন। লিবারেল এমপি কেইথ ওলাহান শহরের মানুষের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেছেন। বিশেষ করে কর্মজীবী নারী ও তরুণরা গৃহায়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

‘‘আমরা যেই শহরগুলোতে বাস করি সেগলোকে আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে’’,বলেছেন তিনি। ‘ট্রাম্প ইফেক্টে’ হার পিটার ডাটনের। নির্বাচনে বিস্ময়করভাবে পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই আবারো জয় পেয়েছেন অ্যান্থনি আলবানিজ। কিন্তু এটি আসলে পিটার ডাটন ও তার লিবারেল ন্যাশনাল কোয়ালিশনের জন্য বড় পরাজয় নিয়ে এসেছে।

প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছিলো ডাটন প্রধানমন্ত্রী আলিবানিজের চেয়েও ভালো অবস্থায় রয়েছেন। কারণ প্রধানমন্ত্রী জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে প্রচারণা জোরদার হওয়ার পর এ সুবিধাজনক অবস্থান হারিয়ে যেতে থাকে, যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো নির্বাচনে লজ্জাজনক পরাজয়।অনেকেই এর কারণ হিসেবে ‘ট্রাম্প ইফেক্টে’র কথা বলেছেন। কারণ দেশটিতে তাকে অনেকেই মনে করেন ‘অস্ট্রেলিয়ার ট্রাম্প’ হিসেবে।

(বিবিসির প্রতিবেদন)

আজকের দিন

৫ মে- নজরকাড়া ঘটনাবলী

১৫৭০ - ডেনিশদের বিরুদ্ধে তুরস্কের যুদ্ধ ঘোষণা।

১৭৮৯ - ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়।

১৭৯৯ - বীর সেনানী টিপু সুলতানকে সমাহিত করা হয়।

১৯৩০ - ভারত শাসনকারী ব্রিটিশ সরকার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে বিনা বিচারে বন্দি করে।

১৯৩৬ - ইতালীয় বাহিনী আদ্দিস আবাবা দখল করে।

১৯৪২ - ব্রিটিশ বাহিনী মাদগাস্কার অধিকার করে।

১৯৪৫ - চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি আত্মগোপন অবস্থা থেকে বের হয়ে দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থানে যোগ দেয়।

১৯৫৫ - জার্মানি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত।

১৯৬১ - প্রথম মার্কিন নভোচারি এলান শেপহার্ড জুনিয়রের মহাকাশ যাত্রা।

১৯৮১ - দক্ষিণ বেলফাস্টের কুখ্যাত মেজ কারাগারে আটক আইরিশ-ক্যাথলিক নেতা ববি স্যান্ডস ৬৬ দিন টানা অনশনের পর পরলোকগমন করেন।

২০০০ - ইউশিরো মোরি জাপানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত।

২০১৩ মতিঝিলের শাপলা চত্বরে ১৩ দফা দাবি নিয়ে ইসলামী জোট হেফাজতে ইসলাম আন্দোলনের জন্য জড়ো হয়। পরে রাতে তাদেরকে পুলিশ, র্যাব ও বিজিবির সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে বিতাড়িত করে। এছাড়াও ভোরে রাষ্ট্রবিরোধী উস্কানিমূলক আচরণের অভিযোগে দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জ্ঞানবৃক্ষ

সফলতার দৃষ্টান্ত

হরি হরি! আমার কী হইল! মরি মরি, আমাকে এমন করিয়া পাগল কে করিতেছে! তবে সমস্ত ইতিহাসটি খুলিয়া বলি !কিছুদিন হইতে প্রত্যহ সকালে আমার ডেস্কের উপর একটি করিয়া ফুলের তোড়া কে রাখিয়া যায়?

হায়! কে বলিবে কে রাখিয়া যায়! তোমরা জান কি, কাহার কোমল চম্পক-অঙ্গুলি এই চাঁপাগুলি চয়ন করিয়াছিল? বলিতে পারে কি, এই গোলাপে কাহার লজ্জা, এই বেলফুলে কাহার হাসি, এই দোপাটি ফুলে কাহার দুটি বিন্দু অশ্রুজল এখনও লাগিয়া আছে? তোমরা সংসারের লোক, তোমরা বুঝিতে পারিবে কি সে হৃদয়ে কত ভালোবাসা, হরি হরি কত প্রেম!

রোজ মনে করি আজ দেখিব-- এই নীরব হৃদয়ের প্রেমের উচ্ছ্বাস আমার ডেস্কের উপর কে রাখিয়া যায় আজ তাহাকে ধরিব, আমার অন্তরে অন্তরে যে ব্যথা হাহাকার করিতেছে আজ তাহাকে বলিব এবং মরিব। কিন্তু ধরি ধরি ধরা হয় না, বলি বলি বলা হয় না, মরি মরি মরিতে পাইলাম না!

কেমন করিয়া ধরিব! যে গোপনে আসে গোপনে চলিয়া যায় তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিব! যে অদৃশ্যে থাকিয়া পূজা করে, যে নির্জনে গিয়া অশ্রুবর্ষন করে, যে দেখা দেয় না, দেখিতে আসে, ওরে পাষাণ-হৃদয় তাহার গোপন প্রেমব্রত ভঙ্গ করিবি কেমন করিয়া? কিন্তু থাকিতে পারিলাম কই-- অশান্ত হৃদয় বারণ মানিল কই-- একদিন প্রত্যুষ্যে উঠিলাম। দেখিলাম আমার বাগানের মালী তোড়া হাতে করিয়া লইয়া আসিতেছে।

কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। কম্পিত হৃদয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-- ‘‘ওরে জগা, তুই এ তোড়া কোথায় পাইলি রে!’’ সে তৎক্ষণাৎ কহিল, ‘‘বাগান হইতে তৈয়ার করিয়া আনিলাম’’। আমি কাতরকণ্ঠে কহিলাম, ‘‘প্রবঞ্চনা করিস না রে জগা, সত্য করিয়া বল-- এ তোড়া তোকে কে দিল!’’

সে কহিল, ‘‘প্রভু, এ আমি নিজে বানাইয়াছি!’’ আমি পুনশ্চ ব্যাকুল অনুনয়ের সহিত কহিলাম-- ‘‘আমার মাথা খাইস জগা, আমার কাছে কিছু গোপন করিস না, যে এ তোড়া তোকে দিয়াছে তাহার নামটি আমাকে বল?’’ মালাকার অনেকক্ষণ অবাকভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল-- প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, না রমণীর বিশ্বাস রক্ষা করিবে, বোধ করি এই দুই কর্তব্যের মধ্যে তাহার চিত্ত দোদুল্যমান হইতেছিল। ... (রবীন্দ্র রচনাবলী হইতে)

মন্দির প্রতিযোগিতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষতি না লাভ?

মানিক দাশগুপ্ত

ফারাকটা এক বছরের একটু বেশী। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে দেশের প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যায় উদ্বোধন করেছিলেন রাম মন্দির আর ২০২৫ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন জগন্নাথ মন্দির, দীঘাতে। রামমন্দির উদ্বোধনের সময়ে প্রশ্ন উঠেছিল, কোনও নির্বাচিত সরকার কি সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য এইরকম মন্দির স্থাপন করতে পারে? সেই সময়ে উত্তর ছিল, রামমন্দির তো কোনও সরকার করেনি, রামমন্দির ট্রাস্ট এই কাজটি করেছে, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে। এবারও একই প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও কি তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠেরই মুখ্যমন্ত্রী? তিনিই বা কী করে দীঘাতে এই মন্দির উদ্বোধন করলেন? তাঁর কাছেও অবশ্য উত্তর আছে যে এই বিশালাকায় বিগ্রহ সমেত মন্দিরসম বিষয়টি তো মন্দির নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, আর সরকার তো এই ধরনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়তেই পারে।

আসল কথাটা হলো দৃশ্যগতভাবে রাজনৈতিক ভাবে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি দল ঠিক এক ভঙ্গিতে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন করে মেতে উঠল সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের মন্দির নির্মাণে। অযোধ্যায় প্রধানমন্ত্রী, আর দীঘায় মুখ্যমন্ত্রী; কেউ নিজের হাতে পুজো করে, আর কেউ যজ্ঞে আহুতি দিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে; নিজের হিন্দুত্বের প্রমাণ পেশ করলেন। কে কত বড় হিন্দু এ যেন তার প্রমাণ দেওয়ার প্রতিযোগিতা। ভারতের সংবিধান যে রাষ্ট্রকে এইরকম কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অনুমতি দেয় না, দেখা গেল যে, সে কথাটি মনে রাখার দায় কোনও তরফেরই নেই। কেউ ব্যক্তিগতভাবে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মাচারণ করতেই পারেন, কিন্তু সেটা কী প্রকাশ্যে করতে পারেন? অবশ্য এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলতেই পারেন, তিনি শুধু অনুকরণ করেছেন মাত্র। দেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি যদি করতে পারেন, একই ধরনের কাজ, তিনি তো চুনোপুঁটি মাত্র। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সমস্ত ধর্ম-বর্ণের মানুষ যোগ দিয়েছেন জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে। যদি সেটাও সত্যি হয়, তাহলেও কিছু বদল হয় কি? অনুষ্ঠানটির ধর্মীয় চরিত্র তাতে পাল্টায় কি? হিন্দু ধর্মের মন্দির কোনও মন্ত্রবলে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে এই সময়ে, যখন পহেলগাঁও তে ধর্ম দেখে দেখে সন্ত্রাসবাদীরা মানুষকে মেরেছে, যখন

তার পরবর্তীতে পুরো দেশ জুড়েই নতুন করে সংখ্যালঘু-বিদ্বেষ তীব্র হয়ে উঠছে, যখন ওয়াকফ আইন নিয়ে বিরোধিতা এবং তারপরে মুর্শিদাবাদে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে মুসলমানরা অতি বিপন্ন বোধ করছেন, ঠিক সেই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মন্দির উদ্বোধন করে কী বার্তা প্রেরণ করলেন, তা বোঝার মতো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁর নিশ্চিত ভাবেই আছে। যে মুসলমানরা এতদিন তাঁকে উজাড় করে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের কী মনে হয়েছে, তা একবারও তিনি কি ভেবেছেন?

আমরা সকলেই যখন দেখেছিলাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামমন্দির উদ্বোধনের পুজো করছেন এবং জাতীয় সমস্ত মিডিয়া তা ফলাও করে প্রচার করছে, তখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তাতে আমরা সকলেই হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হয়েছি। নিস্ফল আক্রোশে হাত মুঠো করেছি, কিন্তু খুব বেশী আশ্চর্য হইনি। তিনি খোলাখুলিই হিন্দুত্ববাদের রাজনীতি অনুশীলন করেন এটা আমরা জানি। সংবিধান-বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিজেপি কোনোদিনই খুব বেশী আমল দেয়নি এবং এখন তো আরো দেয়না। প্রধানমন্ত্রীও কখনও নিজেকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। তিনি সরাসরিই সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের পাশে এবং সাথে আছেন তা বলেই থাকেন। নির্বাচনী সভা থেকে শুরু করে নানান সভায় দাঁড়িয়ে তিনি সংখ্যালঘুদের আক্রমণ করেছেন কদর্য সেই উদাহরণও অজস্র। উল্টোদিকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত মৌখিক ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতারই রাজনীতি করেন বলে জেনে এসেছি। অনেকে বলে থাকেন, ভারতে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মুখে তিনিই নাকি শেষ এবং কঠিনতম প্রতিরোধ। অনেকেই মনে করেন তিনি সরাসরি বিজেপিকে সমালোচনা করেন এবং সেটাই তাঁর ইউএসপি। কিন্তু মন্দিরের উদ্বোধনে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি সেই জায়গাটাতেই প্রশ্ন তুলে দেয়। কেউ কেউ বলছেন, তিনি এবার একটা মসজিদ উদ্বোধন করবেন, কিন্তু সেটা হবার নয়। অনেকে বলছেন যে, প্রতি বছর ইদের জমায়েতে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই আপত্তি ওঠে না কেন? অবশ্যই এই প্রশ্ন ওঠা উচিৎ। সংবিধানের শপথ নেওয়া কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীরই কোনও ধর্মীয় জমায়েতে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। আরো একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া জরুরি। সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের সঙ্গে শাসকের যোগাযোগ সংখ্যালঘুকে বিপন্নতার বার্তা দেয়। সংখ্যালঘুর প্রতি শাসকের নৈতিক কর্তব্য যদি কিছু থাকে তা হলো, কখনোই যেন এটা প্রতিভাত না হয় আসলে তিনিও সংখ্যাগুরুর প্রতিনিধি।

আমাদের বন্ধু দ্বৈপায়ন ব্যানার্জী একটি অত্যন্ত দামী কথা লিখেছেন। সেই কথাগুলো এখানে হুবহু না লিখে দিলে বিষয়টা পরিষ্কার বোঝানো সম্ভব নয়। সাভারকর চেয়েছিলেন রাজনীতির হিন্দু-করণ ও হিন্দু সমাজের সামরিকীকরণ করতে। রাজনীতির হিন্দু-করণ মানে কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনে হিন্দুত্বের রাজনীতি করা নয়। রাজনীতির অঙ্গনটিরই হিন্দু-করণ ঘটানো। তাই সংঘ খুশিই হয় যখন তাদের রাজনৈতিক শাখা সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টির বাইরে অন্য রাজনৈতিক দলও হিন্দুত্বের ভাষায় কথা বলে। তুচ্ছ ভোটের রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে এই দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যে তারা এগিয়ে চলেছে। তাতে যদি অন্য রাজনৈতিক দল ভোটের রাজনীতিতে একটু এগিয়েও যায় তবুও সেটা আসলে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পথে উপলখণ্ড নয় বরং তা হিন্দু রাষ্ট্রের পথটিকে আরো প্রশস্তই করে।

বস্তুত, যখন যখন তারা তাঁদের রাজনৈতিক শাখা সংগঠন অর্থাৎ জন সংঘ বা ভাজপা-র বাইরে অন্যদের ও তাঁদের মতে চলতে বাধ্য করতে পেরেছেন তখনই তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। তাঁদের সংঘাধিপতি সুদর্শন একবার বলেছিলেন যে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিই তাদের চোখে সমান যদি তারা হিন্দু জাগরণ, স্বদেশী ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হন।

সাম্প্রতিক কালে কেজরিওয়ালের কথাই ভাবুন না কেন। তাঁর হিন্দু তাস খেলা তাকে একটা দুটো নির্বাচনে সুবিধা দিলেও শেষ পর্যন্ত শ্রী হনুমান তাঁকে বাঁচালেন না। আজ আমাদের রাজ্যে কোটি কোটি সরকারি টাকা ব্যয়ে যে সংখ্যাগুরু ধর্মের উপসনাগৃহ নির্মাণ হল তার দীর্ঘমেয়াদী ফল ফলবে। হয়তো এর ফলে ২০২৬ এর ভোটে মমতা ব্যানার্জীর জয় আরো সুগম হল। কিন্তু, উনি ভেবে দেখেছেন কি যে মুসলিম সমাজ বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আসতে না দিতে চেয়ে ওঁকে প্রায় প্রত্যেকটি নির্বাচনে জিতিয়ে আনছে তাঁদের মনে মনে কেমন লাগল? কেমন লাগল সরকারি টাকায় সংখ্যাগুরু ধর্মের উদযাপন। কেন মন্দিরের মূল অংশে অন্য ধর্মের মানুষের প্রবেশ নিষেধ? কোন যুক্তিতে অন্য রাজ্যের ব্রাহ্মণ এসে তাঁদের ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার বিচার চাপাচ্ছে? ব্যক্তি মমতা দেবী হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী হতেই পারেন। তিনি নিজের ব্যক্তিগত টাকায় বা কোনো বেসরকারি ট্রাস্ট স্থাপন করে মন্দির বানাতেই পারেন। সেটা তার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের অধিকারের মধ্যেই পরে। কিন্তু, সেকুলার ভারতবর্ষের সেকুলার সংবিধানে শপথ নিয়ে সংখ্যাগুরু ধর্মের জন্য সরকারি টাকায় মন্দির স্থাপন সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আসে না। শুভেন্দুর থেকে সংঘের ঢের বেশি ঘনিষ্ঠ দিলীপ সেটা জানেন আর জানেন বলেই এটাকে হিন্দু জাগরণ-এর অংশ হিসেবে দেখছেন। এবং, সঠিক ভাবেই দেখছেন।

সেদিনের ঐ জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা নিয়ে বিজেপিতে নানান দলীয় কোন্দল হয়তো সামনে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটাই সব নয়, এর পিছনে আরো কিছু কথা আছে, যা দিলীপ ঘোষ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলে দিয়েছেন অনুষ্ঠান পরবর্তী কিছু সাক্ষাৎকারে। তাঁর কথা অনুযায়ী এই রাজ্যটা বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল, বিবেকানন্দের কথা বলতো, সেই রাজ্যে আজকে রামনবমীর মিছিল হয় এবং তাতে তৃণমূল থাকে, অংশ নেয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মন্দিরের রাজনীতি করতে বিজেপি এবং আরএসএস বাধ্য করেছে। এখানেই আসলে আরএসএসের জিত। অনেকে ভাবছেন এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপির ওপর ফেলা অ্যাটম বম্ব। ইতিমধ্যেই উড়িষ্যা থেকে এই মন্দির সংক্রান্ত নানান বিরোধিতা শুরু হয়েছে, কিন্তু সমস্ত আলোচনাই হচ্ছে সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় উপাসনাস্থল কেন্দ্রিক, সেখানেই বিজেপি-আরএসএস জিতে যাচ্ছে।

সামনের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিততে পারবেন কি পারবেন না, তা বলার এখনো সময় আসেনি। আরো বেশ কিছু ঘটনা ঘটবে। ইতিমধ্যেই জাতিগত জনগণনার কথা ঘোষণা হয়ে গেছে, যা নিয়েও বেশ কিছু সমস্যা হবে বোঝাই যাচ্ছে। এই মন্দিরে কি খুব দ্রুত বিজেপির কিছু লাভ হবে? সেটা হয়তো নাও হতে পারে। কিন্তু, দীর্ঘমেয়াদি ভাবে রাজ্যের শাসক দলের সবাইকে নামিয়ে রাম নবমী পালন, গঙ্গা আরতি করা ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙালি সমাজের হিন্দু-করনের দীর্ঘমেয়াদি লাভ নেবে সংঘ পরিবার এবং বিজেপি। সামাজিক পরিমণ্ডলটা অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে আর বাকিটাও যাবে। দীঘার মন্দির থেকে তাঁর রাজনৈতিক লাভ কী, তিনি জানেন। ক্ষতি অবশ্যই হল। এরপর নিজেকে বিজেপির হিন্দুত্ব রাজনীতির বিরোধী হিসাবে দেখাতে গেলে তা জোলো ঠেকবে না তো?

চিঠিপত্র

অবর্ণনীয় বজ্জাতির খেলা

‘বৈষম্য আজও’ (২০-৩) শীর্ষক সম্পাদকীয়টি পড়তে পড়তে মনে পড়ে গেল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পটি। কাঙালির মা মৃত্যুর পর ছেলের হাতে আগুন পেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। গরিব এবং দুলে বলে মাকে দাহ করার জন্য কেউ তাকে কাঠ দেয়নি। তাই খড়ের আঁটি জ্বেলে মায়ের মুখে ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে নদীর চরে গর্ত খুঁড়ে মাকে মাটি চাপা দিতে বাধ্য হয় কাঙালি। এ ভাবেই সে মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ করেছিল।

হায় রে! আমাদের দেশে আজও অবাধে চলে সেই একই জাত-ধর্ম-বর্ণ নিয়ে অবর্ণনীয় বজ্জাতির খেলা। অস্পৃশ্যতা আইনত নিষিদ্ধ হলেও বাস্তু স্তবে তার কোনও ছাপ নেই। তার জ্বলন্ত প্রমাণ পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার গীধগ্রামের ঘটনা। গীধগ্রামের বহু প্রাচীন শিবমন্দিরে দাসপাড়ার শতাধিক দলিত পরিবারের কোনও প্রবেশাধিকার নেই। মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে সব মানুষের পুজো দেওয়ার অধিকার নেই! শুধু কাটোয়ার গীধগ্রাম নয়, নদিয়ার কালীগঞ্জের দলিত সম্প্রদায়ের মানুষেরও অধিকার ছিল না শিবমন্দিরে প্রবেশ করার। আন্দোলন করে শিবমন্দিরে পুজো দেওয়ার অধিকার আদায় করেছেন গীধগ্রাম ও কালীগঞ্জের দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। আশার কথা, প্রশাসন এলাকার মানুষের সঙ্গে ছিল।

সত্যকিঙ্কর প্রতিহার, যমুনা, বাঁকুড়া

কালিমা ঘুচবে?

‘বৈষম্য আজও’ শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে কিছু কথা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সাত দশক অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও ভারতের সমাজজীবন থেকে জাতিগত বৈষম্য দূর হয়নি। সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার ঘটনাটি সেই সত্যকে আবার এক বার স্পষ্ট করে দিয়েছে। হিন্দু ধর্মের মানুষের মধ্যে তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিভেদ আজও এই রাজ্যে বহাল তবিয়তে টিকে আছে। যদিও সৌভাগ্যের বিষয়, দেশের অন্য আরও কিছু রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলো এখনও নির্বাচনী লড়াইয়ে জাতপাতকে টেনে আনেনি।

স্বাধীনতার পরে সংবিধান প্রণেতারা সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ণভেদ প্রথা বিলোপের চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে নিম্নবর্ণের নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাও চালু হয়েছিল। তা আজও নানা বিরুদ্ধ-সমালোচনা সত্ত্বেও চালু আছে। সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারায় সব রকম অস্পৃশ্যতার চর্চাকে নিষিদ্ধও বলা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে দলিতদের বৈষম্য ও অত্যাচারের শিকার হতে দেখা যায়।

কৌশিক চিনা, মুন্সিরহাট, হাওড়া

জাতির লজ্জা

‘বৈষম্য আজও’ সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে। আমরা তো শুনি পশ্চিমবঙ্গ নাকি ভারতের অন্য কিছু রাজ্যের চেয়ে বেশি সচেতন এবং সামাজিক দিক থেকে অনেক এগিয়ে। এখানে জাতিগত ভেদাভেদ তথা অস্পৃশ্যতার কোনও স্থান নেই। তবে কাটোয়ার গীধগ্রামে এত বছর ধরে স্থানীয় দাস সম্প্রদায়ের মানুষদের শিবমন্দিরে ঢুকতে বা পুজো দিতে দেওয়া হয়নি কেন? অবাক লাগে, ২০২৫ সালে আধুনিক ভারতে, তাও আবার প্রগতিশীল বলে গর্বিত বাংলায় কিছু মানুষের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে ‘মুচি’ বলে! তাঁরা মানুষ, এটাই কি যথেষ্ট নয়? মন্দিরে পুজো দিতে গেলে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে!

অথচ ১৯৫৫ সালে পাশ হয়েছে অস্পৃশ্যতা নিরোধক আইন। অস্পৃশ্যতা থেকে উদ্ভূত কোনও রকম বাধাপ্রদানকারী কাজই আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অবাক লাগে, অস্পৃশ্যতা নিরোধক আইন থাকা সত্ত্বেও উচ্চবর্ণের একচেটিয়া আধিপত্য তথা নিম্নবর্ণের উপর অত্যাচার আজও চলছে কী ভাবে? আর এ বিষয়ে পুলিশের কাছে দরবার করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহায্য মেলে না। এ কেমন আধুনিকতা?

তা ছাড়া প্রশ্ন জাগে, দেশের আইন তথা সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারাকে উপেক্ষা করে যারা আজও এ ভাবে অস্পৃশ্যতাকে মদত দিচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত করছে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন নীরব কেন? ওই বাধা প্রদানকারীরা এত সাহসই বা পায় কোথা থেকে? আসলে এই ঘটনাকে শুধুমাত্র পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা বা বৈষম্য বলে উপেক্ষা করলে চলবে না, সামগ্রিক ভাবে এটা এক ধরনের সামাজিক ব্যাধি, সমগ্র ভারতীয় সমাজের লজ্জা! ভাবলে মাথা নত হয়ে যায়, এই ব্যাধি তথা লজ্জায় বাংলাও আক্রান্ত! রামমোহন বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের বাংলার এ কী দুর্দশা! তারা আজও অস্পৃশ্যতাকে আঁকড়ে থাকবে? ভাবা যায় না!

কুমার শেখর সেনগুপ্ত, কোন্নগর, হুগলি

মানসিক সমস্যার সঙ্গে লড়েছেন পাঠান অভিনেত্রী দীপিকা

শর্মিলা সরকার

বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোন। রুপে-গুণে-অভিনয়ে অনন্য এই অভিনেত্রীর রয়েছে লাখো-কোটি ভক্ত। ঝলমলে পর্দার বাহিরে দীপিকা অন্য সবার মতোই। এতো খ্যাতির মাঝে হতাশা, ক্লান্তি, মানসিক চাপে তিনিও ভুগেন। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও কথা বলেছেন একাধিকবার।

সে সম্পর্কের বিচ্ছেদ হোক বা ক্যারিয়ারে ওঠা পড়ার কাহিনি হোক। কোভিড পরবর্তী মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলেছেন গণমাধ্যমে। ২০২১ সালে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন ও তাঁর গোটা পরিবার।এরপরই মানসিক অসুস্থতার কথা জানিয়েছিলেন।

জানালেন দীপিকা পাড়ুকোন করোনার পরবর্তী সময় তিনি বেশ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর সেরে উঠতে পুরোপুরি ভাবে সময় লেগেছিল প্রায় দু-মাস। এই সময়টা তিনি বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন। কাজ থেকে নিয়েছিলেন বিরতিও।

করোনা থেকে সেরে ওঠার জন্য নিতে হয়েছিল স্টেরয়েড। যা তাঁর শরীরকে বেশ দুর্বল করে দিয়েছিল। যার ফলে করোনা নিয়ে তাঁর মনে তৈরি হওয়া নানা অবসাদ ঘিরে ধরতে থাকে। মানসিক সমস্যার সঙ্গে লড়াই দীপিকার এই প্রথম নয়। এর আগেও দীপিকা পাড়ুকোন একইভাবে মানসিক সমস্যার সঙ্গে লড়াই করেছেন।

একাধিক প্রেম এসেছে বলি অভিনেত্রী দীপিকার জীবনে। ছোট বয়স থেকেই ডেটিং, লিভ-ইন, কী না করছেন দীপিকা। বলি ইন্ডাস্ট্রিতে এসেও কাপুর পরিবারের চকোলেট বয় রণবীর কাপুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক সবসময়েই সরগরম করেছে পেজ থ্রি-র পাতা। যদিও এসব এখন অতীত।

কিন্তু কথায় বলে অতীত পিছু ছাড়ে না, দীপিকার ক্ষেত্রেও তেমনটাই হয়েছে। লিভ-ইন থেকে শারীরিক সম্পর্কের পর এত বড় প্রতারণা সহ্য করতে পারেননি দীপিকা। রণবীরকে দেওয়া দ্বিতীয় সুযোগটাই জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল, আজও আক্ষেপ দীপিকা পাড়ুকোনের।

এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা বলেন, বন্ধুদের বারণ করা সত্ত্বেও নাকি তিনি রণবীরকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তার পরিণতি যে এটা হবে সেটা কল্পনাতীত। সূত্রের খবর, লিভ-ইন থেকে শারীরিক সম্পর্কে থাকার পর এত বড় প্রতারণা সহ্য করতে পারেননি দীপিকা। চোখের জল ধরে রাখতে পারননি একাধিক সাক্ষাৎকারে। কখনও কারণ হয়ে

দাঁড়িয়েছেন রণবীর কাপুর, কখনও আবার ট্রোল। নিজেকে সামলে কীভাবে ক্যারিয়ারে ঘুরে দাঁড়াতে হয়! সেই পাঠ ভালোই আয়ত্ত করেছেন দীপিকা।

এই সকল বিষয় নিয়ে একাধিকবার সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুলেছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন, একের পর এক পরিস্থিতির শিকার হওয়া তাঁকে বারে বারে ভেঙেছে-গড়েছে। ঝড়ের গতীতে পাল্টে গিয়েছে দীপিকার জীবন। লড়াই করতে করতে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন। সেই পাঠই এখন ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেন তিনি। সম্প্রতি তার মুক্তি পাওয়া সিনেমা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানান আলোচনা-সমালোচনা। ইছেন অসংখ্য মানসিক আঘাত।

সুস্থ মনের টিপস

শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণ কীভাবে শেখাবেন

মানসিক স্বাস্থ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো আবেগ। আবেগ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। জীবনে সফলতার জন্য আবেগের সুষ্ঠু প্রকাশ এবং নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরি। এই আবেগকে সাধারণত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, ইতিবাচক আবেগ (আদর, ভালোবাসা, মায়া, মমতা, সুখ, আনন্দ ইত্যাদি) এবং নেতিবাচক আবেগ (রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা, কষ্ট ইত্যাদি)। এই আবেগগুলো স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে, কেননা যেকোনো মানুষ তার চিন্তার বহিঃপ্রকাশ করে আবেগের মাধ্যমে। এই আবেগের কারণে আমরা মিলেমিশে বাস করি। আবেগের এই ভিন্নতার (আনন্দ, দুঃখ, ভয়, উত্তেজনা ইত্যাদি) কারণে আমাদের জীবন উপভোগ্য হয়, আবার এই আবেগের কারণেই (রাগ, হিংসা, ঘৃণা, লোভ ইত্যাদি) যুদ্ধ, খুন, হানাহানি, পারিবারিক-কলহসহ নানা বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

আবেগ শিশুর মানবীয় বিকাশের অন্যতম একটি বিষয়। জন্মের পর থেকেই শুরু হয় আবেগের বিকাশ। আবেগ বয়সভেদে ভিন্ন হয়। শৈশবে শিশুর আবেগ বেশি থাকে। রাগ, ভয়, ঈর্ষা, কৌতূহল, হিংসা, সুখ-দুঃখ, স্নেহ ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর আবেগ প্রকাশ পায়। যে সকল শিশু সঠিকভাবে আবেগ প্রকাশ করতে পারে তাদের স্কুলের ফলাফল ভালো হয়, বাবা-মা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, প্রতিবেশী সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। আবেগের এই বহিঃপ্রকাশে বাবা-মার অনেক অবদান থাকে। তাই আসুন জেনে নেই শিশুর এই আবেগ প্রকাশে কীভাবে সাহায্য করবেন।

শিশুর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন কারণ আপনি মনোযোগ দিয়ে না শুনলে শিশু তার আবেগ অস্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে পারে।

শিশু যদি সঠিকভাবে তার আবেগ প্রকাশ করতে পারে তবে তার প্রশংসা করুন।

নিজে সঠিকভাবে আবেগ প্রকাশ করুন, কারণ শিশুরা অনুকরণপ্রিয়, আপনার ভালো আচরণ তাকেও ভালো আচরণ করতে উৎসাহিত করবে।

শিশুর মেজাজ অনুযায়ী আচরণ করুন সব শিশু এক রকম হয় না। জন্ম থেকেই শিশুদের মেজাজ আলাদা হয়। আবার শিশুর মনের ভাব সবসময় একইরকম থাকে না। তাই শিশুর মেজাজ অনুযায়ী আচরণ করতে হয়।

আদর-স্নেহ নিতে ও দিতে শেখান একটি শিশুর মধ্যে জন্মগতভাবেই আদর-স্নেহের চাহিদা রয়েছে। মা-বাবার আদর-স্নেহ দানের মাধ্যমেই শিশু ভালোবাসা দিতে ও নিতে শেখে। তাই শিশুর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য তাকে যথেষ্ট আদর-স্নেহ দিন। শরীরে হাত বুলিয়ে তা প্রকাশ করুন। শিশু যদি আপনাকে জড়িয়ে ধরে আপনিও তাকে জড়িয়ে ধরুন।

আবেগ প্রকাশের পাশাপাশি শিশুকে আবেগ নিয়ন্ত্রণের কৌশলও শেখাতে হবে। কারণ সঠিকভাবে আবেগ নিয়ন্ত্রণ না শিখলে শিশুর বিভিন্ন মানসিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। যেমন-দুশ্চিন্তা, হতাশা, ব্যক্তিত্বের সমস্যা ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে, শৈশবের শিক্ষাটাই মানুষ সারাজীবন বহন করে। আর শিশুরা বড়োদের অজ্ঞাতেই তাদের পর্যবেক্ষণ করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব সেভাবেই গড়ে উঠবে যেরকম সে দেখবে। কাজেই সবচেয়ে আগে জরুরি শিশুকে যা শেখাতে চাই নিজেরা সেইমতো আচরণ করা।

‘কিশোর-কিশোরীদের মাঝে বাড়ছে সোশাল অ্যাংজাইটি ডিজর্ডার

ডা. সোমদত্তা চ্যাটার্জি

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের অন্য সদস্যদের সাথে মিলেমিশে ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেই তাকে বাঁচতে হয়। কিন্তু Social anxiety disorder বা সামাজিক উদ্বেগমূলক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে পারে না। তারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড, যেমন- সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক বজায় রাখতে, বক্তব্য প্রদান করতে কিংবা স্বল্পপরিচিত মানুষের সাথে আলাপ করতে অনীহা প্রকাশ করে। মানুষের সম্ভাব্য নেতিবাচক মন্তব্য ও সমালোচনার ভয়ে তারা নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চায়। এ সকল কারণে সামাজিক উদ্বেগমূলক

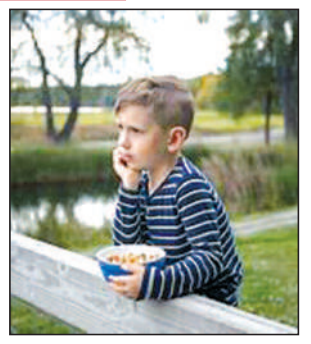

রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

রোগটি শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদেরই হয় না, বরং শিশু-কিশোররাও এ রোগে ভুগতে পারে। স্কুলগামী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা কেমন তা নির্ণয় করতে ইথিওপিয়ায় ৩৮৬ জন স্কুলগামী কিশোর-কিশোরীকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ২০১৭ সালে করা এ Cross sectional গবেষণায় সোশাল অ্যাংজাইটি নির্ণয়ের জন্য Social Phobia Inventory SSPINV নামক স্কেলটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

গবেষণায় দেখা যায়- উল্লিখিত কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ২৭.৫% সামাজিক উদ্বেগমূলক রোগে আক্রান্ত, যার মধ্যে ৩.২% কিশোরী। একক পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে এর হার যথেষ্ট বেশি, তা হলো ৫.৭২%! সবচেয়ে ভয়ংকর যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল তা হলো- সামাজিক উদ্বেগমূলক রোগে আক্রান্ত কিশোর-কিশোরীর ১.৭৫% মদ্যপান করে থাকে!

গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে এটি স্পষ্ট যে স্কুলগামী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সোশাল অ্যাংজাইটি তথা সামাজিক উদ্বেগমূলক রোগ ক্রমবর্ধমান। তবে স্কুলভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে খুব সহজেই এর প্রতিকার করা সম্ভব, প্রয়োজন শুধু সচেতনতার।

কর্মব্যস্ততা প্রভাব ফেলে যৌনজীবনে

রুমিয়া রায়

অফিস থেকে ফিরে অবসাদে ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া শফিকের আর তেমন কিছুই করার থাকে না। ঘুম ভেঙে উঠতে উঠতে রাত নয়টা বেজে যায়। তারপর ঘুম থেকে উঠে একটু বাজার-সদায়। রাত দশটায় ডিনার। ফেইসবুক, মেইল চেক করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়া। না ঘুমিয়ে উপায় নেই। সাত-সকালে উঠে অফিসে যেতে হয়। একটুও এদিক সেদিক হওয়ার উপায় নেই। জ্যামে পড়লে বিশ মিনিটের পথ দেড় ঘণ্টায়ও যাওয়া যায় না। এই হলো শফিক আর মিলার প্রাত্যহিক রুটিন। এই রুটিন ভাঙ্গার সামর্থ্য ওদের নেই। মিলার স্কুল কিংবা শফিকের কোম্পানি কেউ-ই ওদেরকে ছাড় দেবে না। এই রুটিন শুধু শফিক আর মিলারের নয়। নাগরিক জীবনের বেশিরভাগ দম্পতিরই প্রাত্যহিক জীবন এভাবেই চলছে। গার্মেন্টস কর্মী থেকে শুরু করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কর্মকর্তা সবার জীবনই এই ছকে বাঁধা। অর্থনীতির চাকা যত ঘুরবে আমাদের জীবনে ব্যস্ততা তত বাড়বে বৈ কমবে না। কোনো জরিপ ছাড়াই শুধুমাত্র রোগী দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় আমাদের কর্মব্যস্ততা আমাদের যৌনজীবনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অনেক রোগীকেই বলতে শুনি অফিস আর রাস্তায় শক্তি খরচ করার পর দৈহিক মেলামেশার মতো যথেষ্ট শক্তি তাদের থাকে না।

১৮৮৬ সালের ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেটে যে আট কাজের দাবি উঠেছিল তা শুধু শ্রমিকের জন্য নয়, সবার জন্যই প্রযোজ্য। সে সময়ের স্লোগান ছিল আট ঘন্টা কাজ, আট ঘণ্টা বিনোদন আর আট ঘণ্টা বিশ্রাম। আজ যদি প্রশ্ন তুলি সত্যি কি আমরা তা উপভোগ করতে পারছি? তাহলে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় আমরা তা পারছি না। আমাদের অফিস আওয়ার কাগজে কলমে আট ঘণ্টা থাকলেও সেটা কার্যত দশ ঘন্টা বা কখনো কখনো তার চেয়েও বেশি সময় নিয়ে নেয়। দীর্ঘক্ষণ কর্মব্যস্ত থাকার ফলে যা হয় তা হলো-যৌন বিষয়ে আগ্রহ কমে

যাওয়া। সেক্স ড্রাইভ কমে যাওয়ার পেছনে তাই সবসময় সম্পর্কের জটিলতা বা বিষণ্নতাকে দায়ী করা যায় না। শুধু যৌনাকাঙ্ক্ষা নয়, মানুষের সব ধরনের ইচ্ছারই বাড়তি কমতি থাকে। কখনো আমরা অনেক বেশি শারীরিক চাহিদা অনুভব করি আবার কখনো একদম পানসে। সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে চললে যৌন-চাহিদা স্বাভাবিক নিয়মেই কমে আসে। এই কমে আসার কারণ মূলত দুটি-এক. পরস্পরের কাছে নতুনত্ব কমে যায়, দুই. সময়ের সাথে সাথে হরমোনেরও পরিবর্তন হয়।

বিশেষ করে যারা ফিন্যান্সিয়াল সেক্টরে কাজ করেন। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে আর্থিক অনিশ্চয়তা একটা বড় ব্যাপার। যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তাদেরকে সবসময় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। ফলে তাদের শরীরে অ্যাংজাইটি ক্যামিক্যাল অ্যাড্রেনালিন তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। এই অ্যাড্রোনালিন সেক্স ড্রাইভ কমিয়ে দেয়। আবার লিঙ্গোত্থান বা ইরেকশনেও সমস্যা দেখা দেয়। আপনি কোথায় কাজ করছেন সেটা বড় ব্যাপার নয়। আপনার কাজের চাপ কতটুকু সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্তি অতিরিক্ত কাজের চাপ কাজের চাপে বিধ্বস্ত অবস্থা

এরকমভাবে চলতে থাকলে একসময় সম্পর্ক ভেঙেও যেতে পারে। অথবা আপনার সঙ্গী পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। তাহলে কী করবেন? কাজ তো আর ছেড়ে দেয়া যাবে না। বরং আপনার জীবনধারায় একটু পরিবর্তন আনুন। সকালের নাস্তায় এমন কিছু খান যা থেকে ধীরে ধীরে শক্তি পাওয়া যায়। দুপুরে লাঞ্চ অবশ্যই করবেন। লাঞ্চে সালাদ রাখবেন। পানি খাবেন পর্যাপ্ত পরিমাণে। চিকিৎসকরা পানি খেতে উৎসাহিত করেন বলে অনেকেই বেশি বেশি পানি খান। সেটা যেন না হয়। মনে রাখবেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আপনার কিডনির ওপর কাজের চাপ বাড়িয়ে দেয়। এসবের পাশাপাশি ব্যায়াম করবেন। ব্যায়ামের জন্য আলাদা করে সময় বের করতে না পারলে অফিসে যাওয়ার সময় খানিকটা হাঁটুন। আপনি হয়তো ভাবছেন ক্যারিয়ারের কথা ভাবতে গেলে এসবের সময় কোথায়? কিন্তু মনে রাখবেন জীবনে সবকিছুর সাম্যতা ফিরিয়ে আনতে না পারলে জীবনটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। জীবনের শূন্যতা ব্যাংক ব্যালেন্সে পূর্ণ হবে কি?

পেশাজীবনে দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে হয়

বিপ্লব সমাদ্দার

পেশাজীবনে সফলতার জন্য শুধু পরিশ্রম এবং দক্ষতার প্রয়োজন নয়, একই সঙ্গে দ্রুত এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুধুমাত্র একটি চিন্তাভাবনা বা বিচার;বিশ্লেষণের ফল নয়, বরং এটি একটি প্রক্রিয়া যা সময়োপযোগী এবং কার্যকর হওয়া প্রয়োজন। এ প্রবন্ধে আমরা পেশাজীবনে দ্রুত এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্ব এবং কৌশলগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

১. দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্ব পেশাজীবনে নানা পরিস্থিতিতে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যেখানে সময় খুব সীমিত থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করা হয়, তবে

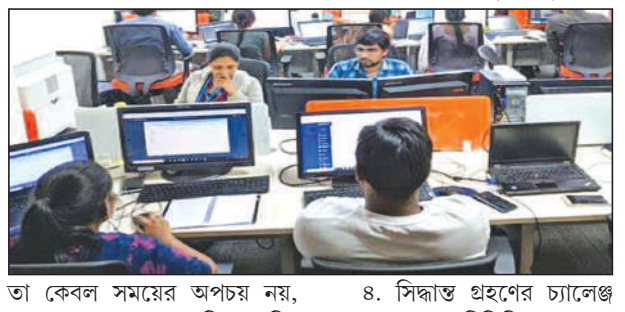

তা কেবল সময়ের অপচয় নয়, কখনো কখনো ব্যবসায়িক ক্ষতি, সম্পর্কের অবনতি বা অন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে, একজন পেশাজীবী তার কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে পারেন এবং সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে পেতে সক্ষম হন। এতে করে, কাজের গতি বৃদ্ধি পায় এবং সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়।

২. কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি, সিদ্ধান্তগুলির কার্যকারিতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও যদি তা ভুল হয় বা সঠিক সিদ্ধান্ত না হয়, তবে ফলস্বরূপ অপছন্দনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত কিছু কৌশল অনুসরণ করা উচিত

তথ্য সংগ্রহ সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য থাকা উচিত। এতে সিদ্ধান্তের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্লেষণ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা এবং সঠিক পরিসংখ্যান বা প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

অভিজ্ঞতা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধান্তগুলির ফলাফল মূল্যায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি ভবিষ্যতে আরও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হবে।

পরামর্শ গ্রহণ কখনো কখনো অন্যদের অভিমত বা পরামর্শ গ্রহণ করাও উপকারী হতে পারে, বিশেষত যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঝুঁকি থাকে।

ঝুঁকি নেওয়ার প্রস্তুতি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কিছুটা ঝুঁকি নেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। ঝুঁকি মোকাবিলা করার মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে।

৩. দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্তের প্রভাব যখন একজন পেশাজীবী দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তখন তার পেশাদারিত্ব এবং নেতৃত্বগুণ প্রকাশ পায়। এটি তাকে তার সহকর্মী, সুপারভাইজার এবং ক্লায়েন্টদের মধ্যে একটি বিশ্বস্ত এবং দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়। তাছাড়া, দ্রুত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোনো অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানো যায় এবং ব্যবসায়িক পরিবেশে অগ্রগতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণের চ্যালেঞ্জ কখনো কখনো পরিস্থিতি এমন হতে পারে, যেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই কঠিন। এর প্রধান কারণ হলো অপ্রত্যাশিত বা অনিশ্চিত পরিস্থিতি, যে কারণে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া, অনেক সময় অতিরিক্ত তথ্য বা পরিমাণ বেশি অপশন থাকলে সিদ্ধান্ত নেওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে, চাপের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আরও বেশি উন্নয়ন প্রয়োজন।

৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি দ্রুত এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পেশাজীবীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। এটি চাপ বা সংকটের মুহূর্তে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নেতিবাচক বা হতাশার অনুভূতি থেকে দূরে থাকা এবং সুস্পষ্ট চিন্তা করতে পারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপসংহার পেশাজীবনে দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা, যা একজন পেশাজীবীকে আরও সফল ও দক্ষ করে তোলে। এটি শুধু কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং সাফল্য নিশ্চিত করতে সহায়ক নয়, বরং ব্যক্তিগত জীবনেও প্রভাব ফেলতে পারে। সুতরাং, পেশাগত জীবনে উন্নতির জন্য এই দক্ষতা অর্জন করা এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কার্ল সেগান যিনি বিশ্বাস করতেন মহাবিশ্ব একটি মমতাপূর্ণ জায়গা

ডা. ফাহিম আহসান আল রশীদ

অনন্ত মহাশূন্যের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে নাসা তৈরি করল ভয়েজার। এক কেজিরও কম ওজনের এই স্পেস ক্রাফটটি তৈরিই করা হয়েছে ছুটে চলার জন্য। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, আমাদের সৌরজগত ও মিল্কিওয়ে সব ছাড়িয়ে এক সময় নিশ্চয়ই অনেক আলোকবর্ষ দূরের কোনো স্থানে থাকবে ভয়েজার।

যদিও বিজ্ঞান তখন কিংবা এখনো জানে না, আমাদের সৌরজগতের বাইরে উন্নত প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা, জানা ও অজানার মাধ্যে কেমন যেন একটা ফাঁক আছে। এই ফাকটা ধরেই প্রশ্ন করে বসলেন একজন। যদি আমাদের চেয়ে কোনো উন্নত শ্রেণির প্রাণী লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরে থেকে থাকে? যদি কখনো তারা ভয়েজারের দেখা পায়? তারা কীভাবে জানবে পৃথিবী নামক একটি গ্রহ থেকে পাঠানো হয়েছে ভয়েজারকে? এই চিন্তায় দিনরাত মশগুল হয়ে পড়লেন সেই বিজ্ঞানী।

সম্ভাবনার সব দিক চিন্তা করে ভয়েজারের মধ্যে পাঠানো হলো পৃথিবীর নানান শব্দ ও ছবি। নানা ভাষায় স্বাগতমের সুর। অচেনা মানুষের ছবি। আমাদের ডিএনএ'র ম্যাপও বাদ যায়নি। সঙ্গে যোগ হলো পৃথিবীবাসী কীভাবে হাসেন তার শব্দ। এই শব্দ দিলেন স্বয়ং সেই খ্যাপাটে বিজ্ঞানীটি। সঙ্গে তিনি জুড়ে দিলেন তাঁর প্রেমে পড়া মানুষটির ব্রেইনওয়েভের রেকর্ড!

সেগানকে বরং এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে, তিনি আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা অর্জন করা সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অন্যতম একজন। জীবনকালে বলে গেছেন-"it is far better to grasp the universe as it really is than to persist in delusion– however satisfying and reassuring" আইজাক আসিমভ নাকি অসম্ভব দাম্ভিক লোক ছিলেন। কাউকেই তেমন পাত্তা দিতেন না।

উনি বলেছেন, 'পৃথিবীতে আমার চেয়েও বুদ্ধিমান মাত্র দুজন ব্যক্তি আছেন। তার মধ্যে একজন কার্ল সেগান।' এই কথার পেছনের রহস্য বের করতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে সোগানের অতীতে।

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে এক নিম্নবিত্ত ইহুদি পরিবারে জনুগ্রহণ করা সেগান ছোটোবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, দর্জি পিতার কাছ থেকেই তাঁর সংখ্যাতত্ত্বের হাতছানি কিংবা আনন্দভ্রমণ। পরবর্তী জীবনে সেগান প্রায়ই তাঁর ছেলেবেলায় ভ্রমণ করা নিউইয়র্কের একটি ওয়ার্ল্ড ফেয়ারের কথা বলতেন।

সরাসরিই কার্লের সরল স্বীকার আমরা পাই যখন তিনি বলেন, ''আমি যদি পেছনে ফিরে তাকাই তাহলে এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আমি আমার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস স্কুল শিক্ষকদের কাছ থেকে নয়, এমনকি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছেও নয়, বরং শিখেছি আমার পিতামাতার কাছ থেকে, যাঁরা বলতে গেলে বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।"

কর্মজীবনে তাঁর অনুমানপ্রবণ সত্তাটা সহকর্মীদের বিরক্ত করতঃ যেমন- চন্দ্রপৃষ্ঠের

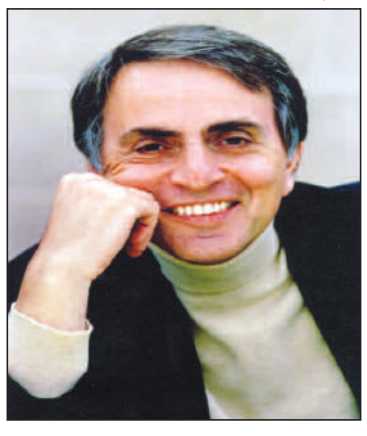

নিচে প্রাণ থাকার সম্ভাবনার কথাটা। তিনি বেশ বেপরোয়া ছিলেন। তাঁর কথাগুলো প্রায় সময়ই পত্রিকা বা সাময়িকীতে চলে আসত। সমসাময়িক অনেকেই তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত।

১৯৮০ সালে সেগান নিয়ে এলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিশাল প্রজেক্ট। এই প্রজেক্ট তাঁকে পরিচিত করে তুলেছিল। গোটা বিশ্বের কাছে। তিনি বিজ্ঞানী থেকে বিপ্লবীতে পরিণত হয়েছিলেন এই প্রজেক্টের মাধ্যমে। আর সেই প্রজেক্টটা হচ্ছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক বিখ্যাত টেলিভিশন সিরিজ, Cosmos A Personal Voyage. কসমস মানে সবকিছু, তাই তের পর্বের এই সিরিজের মধ্যে তিনি দেখালেন সবকিছু-এই বিশাল অন্ধকার মহাকাশে, পৃথিবী নামে এই ছোট নীল বিন্দুটির ততধিক নগণ্য অধিবাসী হিসেবে আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, হিংসা, দুঃখ, স্বার্থগুলো যে কত অর্থহীন, তা বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কার্ল সেগান।

আবার সম্মিলিতভাবে একই উদ্দেশ্যে কাজ করে গেলে একসময় আমরা গ্যালাক্সি থেকে গ্যালারি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ব এই স্বপ্নও দেখিয়েছেন তিনি। ওয়াশিংটন পোস্টের টম শেইলস কে সেগান বলেছিলেন-'আমি মানুষকে হতবাক করে দিতে চাই।'

ছোটোবেলা সম্পর্কে নানা সাক্ষাৎকারে কার্ল বলেছিলেন, অনেকের মতো তিনিও রাতের আকাশে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতেন। আকাশের তারাগুলোর জন্য তাঁর এক ধরনের দুঃখবোধ হতো। জানতে চাইতেন আসলে এই আলোর উৎসগুলো কী? তখন থেকেই এর একটি সঠিক অর্থ অনুসন্ধানের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার মূল প্রেরণা হয়ত ছিল সেই জীবন। Cosmos A Personal Voyage এ উঠ এসেছিল ছোটোবেলার সেসব চিন্তার কিছু সার্থকতা। এই কসমসই সেগানকে করেছিল জনপ্রিয় বিজ্ঞানী।

সেসময় আমরা যখন অর্বাচীনের মতো নিজ স্বার্থে পৃথিবী ধ্বংসে পারদর্শিতা দেখাচ্ছিলাম সেগান তখন কসমস সিরিজে গ্রিন হাউজ ইফেক্টের কথা বলে আমাদের সাবধান করার চেষ্টা করছেন, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বোমার ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছেন, কখনো শনির উপগ্রহ টাইটান দেখে হতাশ হচ্ছেন, আবার জুপিটারের উপগ্রহ ইউরোপার ভূ- পৃষ্ঠের বেশ কিছু অংশে পানির অস্তিত্ব আছে বলে প্রমাণ করছেন। ইউরোপা ভবিষ্যতে মানুষ বসবাসের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে বলে স্বপ্ন দেখছেন। আরো বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেছেন, আবার মরিয়া হয়ে আমাদের জন্য পৃথিবীর বাইরে আরেকটা বসত খুঁজে বেড়িয়েছেন।

সেগানের কিছু মূলবিশ্বাস ছিল। তিনি মনে করতেন, মহাবিশ্বের সবকিছু নিয়মমাফিক ও যুক্তিতে বাঁধা। তিনি বিশ্বাস করতেন, মহাবিশ্ব একটা মমতাপূর্ণ জায়গা, প্রাণধারণের এমন কি বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রাণীর বিকাশের উপযুক্ত জায়গা। তাঁর দৃষ্টিতে কসমস ছিল আত্মসচেতনতায় পরিপূর্ণ একটা স্থান। তিনি বিশ্বাস করতেন, আমরা একদিন মহাজগতের অন্য প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি-এই ব্রহ্মাণ্ড আমাদের ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন। পৃথিবী হচ্ছে মহাবৈশ্বিক সমুদ্রতটে পড়ে থাকা একটা বালুকণা মাত্র। কিন্তু এই মামুলি পাথুরে গ্রহটাতেই আমাদেরকে তাবু খাটাতে হবে। এজন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান আর যুক্তি, সাহসিকতা আর দূরদৃষ্টি।

নাকে-মুখে গুঁজে খাচ্ছেন? জানেন মারাত্মক সমস্যা হতে পারে?

খাওয়ার টেবিলে বসে ব্রিটিশদের আচরণ নকল করতেন বিশ্বের বহু মানুষ। এখন 'টেবিল ম্যানার্স' নিয়ে কেউই খুব একটা ভাবিত নন। কিন্তু জানেন কি টেবিলের সেই ব্রিটিশ আদব কায়দা মানুন বা না মানুন, বৈজ্ঞানিক কিছু কারণের কথা মাথায় রেখেই দুটি গ্রাসের মাঝে কতক্ষণের বিরতি রাখা উচিত?খাবার খাওয়ার সময় দু'টি গ্রাসের মাঝে ঠিক কত সেকেন্ড বা মিনিটের বিরতি থাকা উচিত, তার কোনও নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়ম বা সময়সীমা নেই। তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং পুষ্টিবিদরা নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কিছু বিষয়ের উপর বেশি জোর দেন। প্রতিটি গ্রাস মুখে নেওয়ার পর খাবারটিকে অত্যন্ত ভালভাবে চিবিয়ে প্রায় তরলে পরিণত করা উচিত। সাধারণত প্রতি গ্রাসে ২০-৩০ বার বা তার বেশি চিবানোর পরামর্শ দেওয়া হয়, যতক্ষণ না খাবারটা ভালোভাবে গেলার পর এক মুহূর্তের জন্য থামুন। এই সামান্য বিরতি আপনার মস্তিষ্ককে সঙ্কেত পেতে সাহায্য করে যে আপনি খাচ্ছেন এবং পেট ভরছে।সুতরাং, সময়ের হিসাব না করে, খাবার ভালভাবে চিবিয়ে শেষ করা এবং সম্পূর্ণ গিলে ফেলার পরই তোলার অভ্যাস করা উচিত। এতে হজম ভাল হয় এবং আপনি কখন তৃপ্ত হচ্ছেন তা বুঝতে সুবিধা হয়।অত্যন্ত দ্রুত বা গোগ্রাসে খাবার খেলে পাকস্থলী তথা সামগ্রিক হজম প্রক্রিয়ার উপর বেশ কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

সাধারণত প্রতি গ্রাসে ২০-৩০ বার বা তার বেশি চিবানোর পরামর্শ দেওয়া হয়, যতক্ষণ না খাবারটা ভালোভাবে লালার সঙ্গে মিশে নরম হয়ে যায়। পরবর্তী গ্রাস মুখে তোলার আগে আগের গ্রাসের খাবার সম্পূর্ণ গিলে ফেলা জরুরি।

এই গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে চুমুক দিন এই শরবতে

শরীরে জলের পাশাপাশি নানা ধরনের খনিজের ঘাটতি মেটায় এই ফল। তাই গরমকালে বিভিন্ন রকম পানীয়ের মধ্যেও এটি ব্যবহারের চল রয়েছে। পুষ্টিবিদদের মতে, যে কোনও মরশুমেই ফল খাওয়া ভালো। তবে তরমুজের উপকারিতা কিছুটা হলেও বেশি। তীব্র গরমে শরীর ঠাণ্ডা করতে এই জুসের জুড়ি মেলা ভার। এতে রয়েছে ভিটামিন সি, এ, বি৬ এবং পটাশিয়াম। এছাড়াও রয়েছে লাইকোপেন নামক একটি অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে শরীরকে রক্ষা করে। তরমুজের জুস তৈরি করা খুবই সহজ এবং সতেজকর।

এই গরমে চলুন বানিয়ে নেওয়া যাক তরমুজের জুস তৈরির একটি সহজ রেসিপি—

উপাদান : চিনি (স্বাদ অনুযায়ী)- ২-৩ চা চামচ মাঝারি আকারের তরমুজ - প্রায় ৪-৫ কাপ কাটা ঠাণ্ডা জল- ১ কাপ লেবুর রস - ১ চা চামচ বরফের টুকরো পুদিনা পাতা

তৈরির পদ্ধতি— ১। প্রথমে তরমুজটি ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। বীজগুলি তুলে ফেলুন।

২।তরমুজের টুকরোগুলি ব্লেন্ডারে দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করুন। যতক্ষণ না এটি একটি মসৃণ পিউরিতে পরিণত হয়।

৩।মিশ্রিত তরমুজটি একটি চালুনি বা মসলিন কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিন। যাতে পাল্প আলাদা হয় এবং কেবল রস থাকে।

৪। এবার ছেঁকে নেওয়া তরমুজের রসে চিনি এবং ঠাণ্ডা জল যোগ করুন। ভালো করে মেশান যাতে চিনি সম্পূর্ণরূপে গলে যায়।

৫। এক্ষেত্রে আপনি চাইলে এতে লেবুর রসও যোগ করতে পারেন, এতে শরবতের স্বাদ আরও বাড়বে। একটি গ্লাসে তরমুজের রস ঢেলে তার উপরে বরফের টুকরো দিয়ে দিন। সঙ্গে পুদিনা পাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

বয়ঃসন্ধিতে হওয়া ব্রণর দাগ তুলতে অসাধারণ টিপস

বয়সের সঙ্গে ব্রণ কমে যায়। কিন্তু ব্রণর দাগ পিছু ছাড়ে না। ব্রণর চেয়েও কষ্টকর ব্রণর দাগ তাড়ানো। দু'গালে স্পষ্ট হয়ে থাকে কালচে দাগ। এই সমস্যা এড়াতে অনেকেই লেজ়ার ট্রিটমেন্ট ও স্পট কারেকশনের মতো স্কিন ট্রিটমেন্ট করান। এগুলো খরচ সাপেক্ষ। এ সব ঝামেলায় না গিয়ে নিয়মিত মুখে ভিটামিন সি সিরাম ও রেটিনল যুক্ত ক্রিম মাখতে পারেন। দাগছোপ কমাতে ভিটামিন সি ও রেটিনল দারুণ উপযোগী। এ ছাড়া ঘরোয়া উপায়েও ব্রণর দাগ দূর করুন।ঘোল বা বাটারমিল্কটক দই দিয়ে ঘোল তৈরি হয়। এতে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে, যা ত্বককে এক্সফোলিয়েট করতে এবং কালো দাগ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। তুলোর বল দিয়ে গোটা মুখে ঘোল মেখে নিন। মিনিট কুড়ি পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ৩-৪ বার মুখে বাটারমিল্ক মাখলে ব্রণর দাগ থেকে মুক্তি মিলবে। পাতিলেবুর রসপাতিলেবুর রসে ভিটামিন সি রয়েছে। সুতরাং, ভিটামিন সি সিরাম না মাখলেও ক্ষতি নেই। লেবুর রস দিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে মাখতে পারেন। মধুর সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে নিন। এটা ১৫ মিনিট মুখে লাগিয়ে রাখুন। তার পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন। হলুদের তৈরি ফেসপ্যাকহলুদের মধ্যে কারকিউমিন যৌগ রয়েছে, যা ত্বকের উপর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান হিসেবে কাজ করে। টক দইয়ের সঙ্গে এক চিমটে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে নিন। এটি ত্বকের উপর ১৫-২০ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই ফেসপ্যাক ব্যবহার করলেই ব্রণর দাগ থেকে মুক্তি পাবেন।.

.ইউরিক অ্যাসিডের ব্যথা?

এই গরমেও মুক্তি দেবে এই সব ফল

বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় ভুগছেন। রেহাই পান না তরুণ তরুণীরাও। আর এই ব্যথা কিন্তু খুব কষ্টদায়ক। এই ইউরিক অ্যাসিডের ব্যথা একবার শুরু হলে সহজে কমতে চায় না। এতে পায়ের গোঁড়ালি, হাঁটু, গাঁটেগাঁটে ব্যথা শুরু হয়। সেই অংশ লাল হয়ে যায়, হাত-পা নাড়ানো কষ্টকর হয়ে যায়। তাছাড়াও বিছানা থেকে সকালবেলা পা নামিয়ে হাঁটাও কষ্টকর হয়ে যায়।ইউরিক অ্যাসিডের ব্যথা হলে রেডমিট, ডাল জাতীয় খাবার একদমই বন্ধ থাকে। কারণ এই খাবারগুলি খেলে আপনার এই ব্যথা ক্রমশ বাড়তে পারে। যদি আপনি ইউরিক অ্যাসিডের ব্যথা দ্রুত কমাতে চান তাহলে গরমকালে অবশ্যই এই ফলগুলি খাবেন। এতে কিন্তু আপনার ইউরিক অ্যাসিডের ব্যথা সহজেই কমবে।

জানুন কোন কোন ফল নিত্যদিন খাবেন।

কমলালেবু -

কমলালেবু ইউরিক অ্যাসিডের ব্যথা কমাতে আপনি অবশ্যই নিত্যদিন কমলালেবু খেতে পারেন। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। যা আপনার শরীর থেকে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে কমাতে পারে। তবে অত্যাধিক পরিমাণেও খাবেন না। নিত্যদিন খেলে একটি করে খাওয়ার চেষ্টা করুন। কমলালেবু না পেলে আপনি সরবতি লেবুও খেতে পারেন।

তরমুজ - তরমুজ গরমকালে বাজারে প্রচুর পরিমাণে তরমুজ পাওয়া যায়। আর তরমুজ খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। যা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বার করে দিতে সাহায্য করে। আর তরমুজ নিত্যদিন খেলে আপনার ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমবে। এমনকি শরীর কখনোই ডিহাইড্রেট হবে না। আবার শরীরের জলের শূন্যতাও পূরণ হবে। তাই গরমকালে অবশ্যই তরমুজ খাবেন।

ডালিম -

ডালিম গরমকালে নিত্যদিন খাবেন ডালিম। আর এই ফলে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ । যা ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে । ডালিমে থাকে অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য। যা ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করে । এটি কিন্তু আপনার শরীরকে ডিহাইড্রেট হতে দেবে না।

আনারস –

আনারস খাওয়া খুবই উপকারী। গরমকালে আপনি কিন্তু অবশ্যই নিত্যদিন আনারস খাবেন। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এতে আপনার ইউরিক অ্যাসিড অবশ্যই প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। যাতে কিন্তু আপনার হাত পায়ের ব্যথা অনেকটাই কমবে। যদি আপনি অন্য কোনও রোগে আক্রান্ত থাকেন, তাহলে এটি খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।.

ত্বকের সমস্যা কমাতে সপ্তাহে একদিন সঙ্গী হোক হলুদ

গরমকালে ত্বকের সমস্যা এড়াতে হলে সবার আগে প্রসাধনীতে বদল আনুন। একগাদা প্রসাধনী মেখে ত্বকের সমস্যা কমানো যায় না। বরং অত্যধিক পরিমাণে স্কিন কেয়ার প্রডাক্ট ব্যবহার করলে ত্বকের বারোটা বাজে। এর চেয়ে সপ্তাহে একদিন হলুদ মাখুন মুখে। হলুদের মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা ত্বকের প্রদাহ, জ্বালা ভাব, চুলকানি, ব্রণর মতো হাজারো সমস্যা দূর করতে সহায়ক। হলুদে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধ করে। সূর্যের ইউভি রশ্মির হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। পাশাপাশি ত্বকে এনে দেয় প্রাকৃতিক জেল্লা। ত্বকের সমস্যা কমাতে এবং জৌলুস বাড়িয়ে তুলতে হলুদের জুড়ি মেলা ভার। হলুদ ও বেসনের ফেসপ্যাকএক চামচ বেসনের সঙ্গে

এক চিমটে হলুদ এবং ১/২ চামচ টক দই মিশিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে নিন। টক দই না থাকলে গোলাপ জলও ব্যবহার করতে পারেন। এই ফেসপ্যাক ত্বকে ১৫ মিনিট রাখুন। এই ফেসপ্যাক ত্বক থেকে ট্যান তুলে দেবে এবং ব্রণর সমস্যা কমিয়ে দেবে। বেসন না থাকলে শুধু টক দইয়ের সঙ্গে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়েও মুখে মাখতে পারেন।মধু ও হলুদের ফেসপ্যাকএক চামচ হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে নিন। এই ফেসপ্যাক ত্বকে ১৫-২০ মিনিট রাখুন। এর পর ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এই ফেসপ্যাক ত্বকে বেশিক্ষণ রাখবেন না। হলুদ ছোপ পড়ে যাবে। এ ছাড়া হলুদের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়েও মুখে মাখতে পারেন। মধু ও অ্যালোভেরা দু'টোই ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

ওজন ঠিক রাখতে সন্ধে ৬ টার পর এগুলো খাবেন না

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও পেটের বাড়তি মেদ কমাতে সকলেই যেন মরিয়া! আর যে কারণে সকলে কড়া ডায়েট মেনে চলেন। সকাল, সন্ধে জিমে যান। আবার পছন্দের খাবার কিন্তু মুখে তুলতে চান না। তবে পেটের বাড়তি মেদ কমাতে, আপনাকে কিন্তু এমন অনেক খাবার রয়েছে, সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে।শুধু তাই নয়, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপনি সন্ধে ছটার পর এই খাবারগুলো ভুলেও মুখে তুলবেন না, এমনই বলছেন পুষ্টিবিদেরা। জানুন আপনি কোন কোন খাবার সন্ধে ছটার পর এড়িয়ে চলবেন। জানুন কী কী খাবার খাবেন না।

চিনি যুক্ত খাবার -চিনি যুক্ত কোনও খাবার সন্ধে ছটার পর খাবেন না। কুকিজ, চকোলেট এগুলি খেলে আপনার ওজন হু হু করে বাড়বে। এমনকি পেটেও মেদ, চর্বি বাড়তে থাকবে। এতে ক্যালোরির পরিমাণ বেশি থাকে।

ভারী খাবার - ভারী খাবার একদমই এই সময়ের পর খাবেন না। কারণ এতে প্রোটিন বেশি থাকে। আর প্রোটিন জাতীয় খাবার বেশি খেলে খাবার হজম করতে পারবেন না। মাছ, রেডমিট খাবেন না। এগুলো বেশি খেলে আপনার হজম করাও কিন্তু খুব সমস্যা হবে। মুরগির মাংস, ডিমের মতন হালকা প্রোটিন খাবার খান।

কোল্ডড্রিঙ্কস - সন্ধে ছটার পর ভুলেও কোল্ডড্রিঙ্কস, কার্বনেটেডযুক্ত যেকোনও পানীয় খাবেন না। যেমন- সোডা, বিয়ার খাবেন না। এতে পেট ফেঁপে থাকে। পেটে চর্বির সম্ভাবনা বেশি থাকে।

দুগ্ধ জাতীয় খাবার - দুগ্ধ জাতীয় কোনও খাবার সন্ধে ছ'টার পর খাবেন না। এতে আপনার পেট ব্যথা হবে। পেট ফুলে যাবে, বমি হতে পারে। তা দুই, দুধ, পনির, ক্রিম যা খুশি হোক না কেন। এগুলো আপনি দিনের বেলা খেতে পারেন।

ভাজা খাবার - সন্ধ্যে ছটার পর ভাজা কোনও খাবার ভুলেও খাবেন না। এতে পেটের চর্বি বাড়তে পারে। আপনি যদি খান রুটি খেতে পারেন।

সীমান্তে পাকিস্তানি রেঞ্জার আটক, ভারতের কড়া জবাব

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ফের চরম উত্তেজনা। রাজস্থান সীমান্তে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করা এক পাকিস্তানি রেঞ্জারকে আটক করেছে বিএসএফ। এর পর থেকেই সীমান্তে শুরু হয়েছে লাগাতার গুলিবর্ষণ। কুপওয়াড়া, বারামুল্লা, পুঞ্চ, রাজৌরি থেকে শুরু করে আখনুর পর্যন্ত একাধিক সেক্টরে টানা দশদিন ধরে গোলাগুলি চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান সেনা। জবাবে ভারতও দিয়েছে শক্ত প্রতিক্রিয়া।সূত্রের খবর, আটক হওয়া রেঞ্জার জেনেবুঝেই ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করেছিল। এই অনুপ্রবেশ কাকতালীয় নয় বলেই মনে করছে বিএসএফ। প্রশ্ন উঠছে, পাকিস্তান কি পরিকল্পিতভাবে এই অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, নাকি এর পেছনে রয়েছে কোনও সামরিক বা গোয়েন্দা উদ্দেশ্য?এই ঘটনার রেশ না কাটতেই আরও এক ঘটনা ঘিরে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পাঞ্জাবের ফিরোজপুর সীমান্তে ২৩ এপ্রিল বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাহু কৃষকদের জমি পাহারায় ছিলেন। অসাবধানতাবশত তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে ঢুকে

পড়েন। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, এমন অবস্থায় ভুলবশত সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া কোনও জওয়ানকে অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান তাঁকে মুক্ত করেনি।এদিকে প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে একাধিক ভারতীয় পোস্ট লক্ষ্য করে পাকিস্তানের তরফে গুলি চালানো হচ্ছে। শনিবার রাতেও সেই প্রবণতা বজায় ছিল। পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা ও বিএসএফ। তবে সীমান্তের উত্তেজনা ক্রমেই উদ্বেগজনক রূপ নিচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, পাকিস্তানের এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র সীমান্ত উত্তেজনা নয়, বরং তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর একটি কৌশল। ভারতের যেকোনও রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক মুহূর্তেই তারা এমন সংঘর্ষবিরতির লঙ্ঘন করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে চায়। কাশ্মীরেও অস্থিরতা জিইয়ে রাখার পুরোনো অভ্যাস থেকে বেরোতে পারেনি ইসলামাবাদ।এমন পরিস্থিতিতে ভারতের প্রতিক্রিয়া পরিমিত এবং কৌশলগত। সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি কূটনৈতিক স্তরে পাকিস্তানের আগ্রাসন আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে নয়াদিল্লি। জওয়ান পূর্ণম কুমার সাহুকে ফেরত আনার বিষয়ে কূটনৈতিক চাপও বজায় রাখা হচ্ছে।এই মুহূর্তে ভারতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ— সীমান্তে নিরাপত্তা বজায় রেখে কূটনৈতিক রাস্তায় সমস্যা সমাধান। পরিস্থিতি যে শুধু দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা নয়, তা আরও বড় আঞ্চলিক অস্থিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এমন সময় শান্তির বার্তা দিয়েই কড়া বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে ভারত, উসকানি যতই হোক, জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও রকম ছাড় নয়।

তিস্তার পর চন্দ্রভাগা

পাকিস্তানমুখী প্রবাহে বাঁধ নির্মাণ ভারতের, একই পদক্ষেপের ভাবনা বিতস্তাতেও

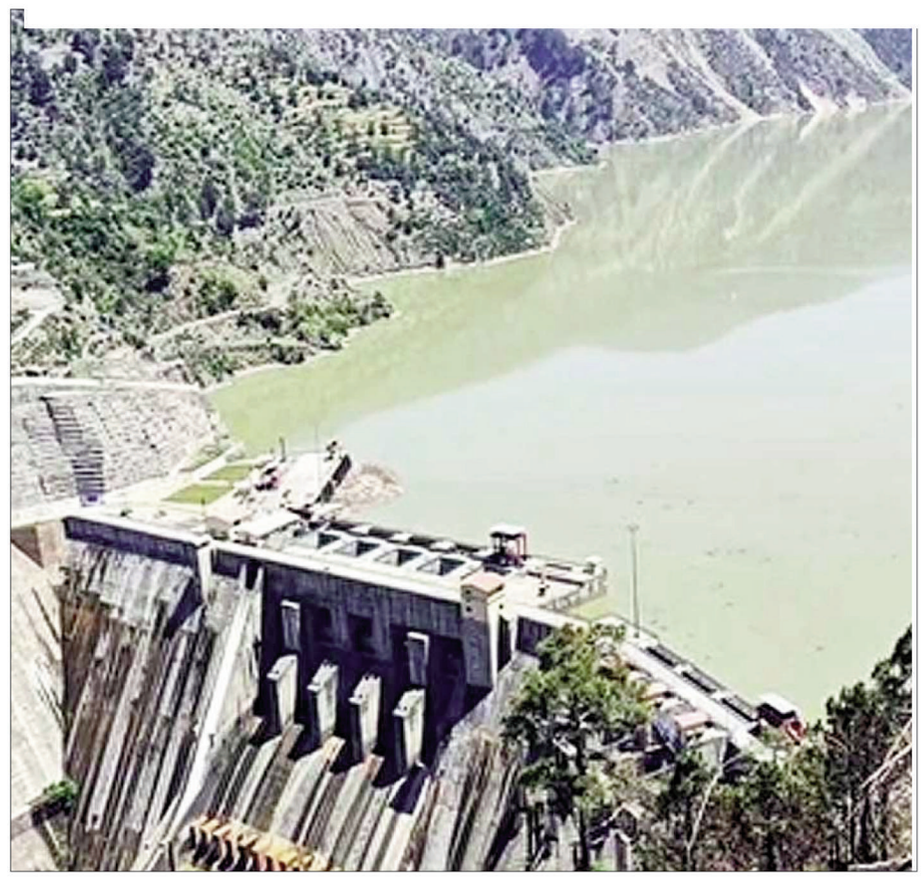

জনমত: পহেলগাম কাণ্ডে পাকিস্তানের প্রতক্ষ্য যোগ থাকার প্রমাণ পাওয়ার পর থেকে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই ছিন্ন করে নি, পাকিস্তানকে সাড়াঁশি চাপে ফেলতে ইতিমধ্যে ব্যবসা বন্ধের পাশাপাশি তিস্তা চুক্তি ভাঙার ঘোষণাও করেছে। এই ঘোষণার পর থেকেই পাকিস্তানের অবস্থা নাজেহাল। জল না পেলে পাকিস্তানের বিস্তীর্ন এলাকা যে মরুভূমিতে পরিণত হবে তা ভেবেই শিউরে উঠেছেন পাকিস্তানের আমলা থেকে মন্ত্রীরা। তাই শুরু হয়েছিল ভারতকে হুমকির পর্ব। কিন্তু তাতে যে ভারত বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি তারই প্রমান পাওয়া গেল তিস্তার পর চন্দ্রভাগার জল আটকানোর মাধ্যমে। চন্দ্রভাগের পাকিস্তানমুখী প্রবাহে বাঁধ নির্মাণ ভারতে জম্মু ও কাশ্মীরের রমবান জেলায় বাঁধ নির্মাণের করল ভারত।

কিছু দিন আগে বিতস্তার জল ছেড়েছিল ভারত। তাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাংশে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। অভিযোগ, ভারত না জানিয়ে কোনও সতর্কবার্তা ছাড়াই জল ছেড়েছে। ফলে নদী তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার সময় পাননি। অবশ্য একটি অংশের দাবি ছিল, নিয়ম মেনেই জল ছাড়া হয়েছে।

পাকিস্তানমুখী ওই জলপ্রবাহের উপর রয়েছে বাগলিহার বাঁধ। সংবাদ সংস্থা পিটিআই রবিবার সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছে, বাগলিহার বাঁধের মাধ্যমে চন্দ্রভাগার জল আটকেছে ভারত। একই পরিকল্পনা রয়েছে বিতস্তা নদীর উপর কিশনগঙ্গা বাঁধ নিয়েও। তবে সেই পরিকল্পনা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

চন্দ্রভাগা নদীর উপর ভারতের বাগলিহার বাঁধ দীর্ঘ দিন ধরেই দুই দেশের বিরোধের অন্যতম কারণ। অতীতে এ বিষয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপও চেয়েছিল পাকিস্তান। অভিযোগ ছিল, এই বাঁধ তৈরি করে পাকিস্তানের জল আটকাতে চায় ভারত। সিন্ধু চুক্তি স্থগিতের পর সেই বাঁধ দিয়েই জল আটকানো হল। তবে কত ক্ষণের জন্য এই জল আটকানো হয়েছে, ভবিষ্যতে কী ভাবে এই বাঁধ ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে নয়াদিল্লির, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

রমবানের বাগলিহার এবং উত্তর কাশ্মীরের কিশনগঙ্গা বাঁধের মাধ্যমে পশ্চিমমুখী জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ভারত। কখন জল আটকানো হবে, কখন ছাড়া হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। পহেলগাম কাণ্ডের পর পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করেছে নয়াদিল্লি। কাশ্মীরে সিন্ধু এবং তাঁর উপনদীগুলির জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশেই এই চুক্তির উপর নির্ভরশীল। সিন্ধু, চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তার জল পাকিস্তানের দিকে বয়ে যায়। ভারত চুক্তির শর্ত না-মানলে ইচ্ছামতো জলপ্রবাহ আটকে দিতে পারে বা বাড়তি জল ছাড়তে পারে। দুই ক্ষেত্রেই পাকিস্তানে সঙ্কট তৈরির আশঙ্কা রয়েছে।

হঠাৎ ভেঙে পড়ল ঝাড়খণ্ডের হাসপাতালের মৃত অন্তত তিন

জনমত: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঝাড়খণ্ডে। হঠাৎ হাসপাতালের একাংশ ভেঙে পড়ে ধ্বংস্তূপে চাপা পরে মৃত্যু হল অন্তত তিন জনের। সেই ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েন অনেকে। ঘটার পর প্রথমে স্থানীয়রাই উদ্ধারে নামেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এবং উদ্ধারকারীর দল আসে। জানান গিয়েছে, রাতভর তল্লাশি চালিয়ে এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। তবে এখনও আরও কয়েক জন আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের এজিএম হাসপাতালে। শনিবার রাতে ওই হাসপাতালের একটি জরাজীর্ণ অংশ আচমকাই ভেঙে পড়ে। তখন ওই ভবনের মধ্যে ছিলেন কমপক্ষে ১৫ জন। তবে সেই সংখ্যা আরও বেশি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকল এবং উদ্ধারকারী দল। যায় পুলিশও। পূর্ব সিংভূমের এসএসপি জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী দল যায়। এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে জীবীত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে। তবে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে এখনও ওইখানে আরও কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা অনুসন্ধান চলছে।

ঘটনার খবর পেয়েই ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন তাঁর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইরফান আনসারিকে ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ইরফান জানিয়েছেন, ''আমাদের কাছে এখন নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোই প্রাধান্য পাবে।'' ইতিমধ্যেই সরকারের তরফে নিহত প্রত্যেক পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে জানায় হেমন্তের সরকার।

আতঙ্কিত পাকিস্তান পিওকের জন্য রসদ মজুত করছে

জনমত : গত কয়েক দিন ধরে ভারত এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অতিসক্রিয়তায় নিয়ন্ত্রণরেখা অশান্ত। অভিযোগ, প্রতি রাতেই পাকিস্তানি সেনা সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করছে এবং ভারতীয় ঘাঁটি লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে। ছোট অস্ত্র ব্যবহার করে গুলি চালানো হচ্ছে। ভারতও একই ভাবে পাল্টা জবাব দিচ্ছে। শনিবার রাতেও এর অন্যথা হয়নি। এই নিয়ে টানা ১০ দিন নিয়ন্ত্রণরেখায় সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। অশান্তির আবহে নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন এলাকায় খাদ্য মজুত জল্পনা বাড়িয়েছে। এরই মাঝে জানা গিয়েছে, ভারতের পাল্টা আক্রমণের ভয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অংশে গমের আটা মজুত করতে শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। তৈরি করা হয়েছে জরুরি তহবিলও। সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা আছে, এমন স্থানগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে সব সংবেদনশীল এলাকায় আটা মজুত করা হচ্ছে বলে খবর।

ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত প্রতি ১৫ দিন অন্তর এই অংশে খাদ্য মজুত করা হয়। কিন্তু ডন জানিয়েছে, ওই এলাকাগুলির বাইরেও বিস্তীর্ণ অংশকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেখানে আটা মজুত করার কাজ চলছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী চৌধরি আনোয়ারুল হকের নির্দেশে এই কাজ শুরু হয়েছে।

পাক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, অন্তত দু'মাসের খাদ্য মজুত করা হয়েছে চিহ্নিত এলাকাগুলিতে। কী কারণে এই তৎপরতা, তা স্পষ্ট করে জানানো হয়নি।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের খাদ্য দফতর আটা-ময়দা মজুতের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। মূলত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন এলাকায় খাদ্য মজুত করা হচ্ছে।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন অনেক অংশই দুর্গম এবং বরফাবৃত। সেই এলাকাগুলিতে স্থানীয় খাদ্য দফতর বরাবরই আগাম খাদ্য মজুত করে।খাদ্য দফতরের প্রধান চৌধরি আকবর ইব্রাহিম ডনকে বলেছেন, ''নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে অন্তত দু'মাসের আটা যাতে মজুত থাকে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছি।''

খাদ্যভান্ডার সুরক্ষিত রাখার জন্যেও তৎপর হয়েছে প্রশাসন। ইব্রাহিম জানিয়েছেন, সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা আছে কিংবা অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে, এমন জায়গা থেকে খাদ্যভান্ডার (খাবারের ডিপো) সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে খাদ্যের সঙ্কট না-তৈরি হয়, তা নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ, জানিয়েছেন আধিকারিক। বৃহস্পতিবার পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী দেশের আইনসভায় জানিয়েছিলেন, সীমান্তে উত্তেজনার পরিস্থিতিতে বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনে এই তহবিলের অর্থ খরচ করা হবে। নীলম, ঝিলাম ভ্যালি, হাভেলি, পুঞ্চ, কোটলি এবং ভিমবেরের মতো জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখা ঘেঁষা অঞ্চলের জন্য এই তহবিল প্রস্তুত করা হয়েছে। কিছু দিন আগে এই সমস্ত এলাকার সাধারণ মানুষকেও খাদ্য মজুতের পরামর্শ দিয়েছিল প্রশাসন।

কাশ্মীরের ৭০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে মৃত ৩ জওয়ান

আবারও শোকের ছায়া নামল জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকায়। রবিবার সকালে জম্মু-শ্রীনগর ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় শহিদ হলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিন জওয়ান। সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা ৭০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় রামবান জেলার পাহাড়ি পথে।পুলিশ ও সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। শ্রীনগরের উদ্দেশে রওনা দেওয়া সেনা কনভয়ের একটি গাড়ি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিন সেনা জওয়ান সিপাহি অমিত কুমার, সুজিত কুমার ও মান বাহাদুর। স্থানীয় বাসিন্দারা, পুলিশ, সেনাবাহিনী তড়িঘড়ি উদ্ধার কাজে নামে। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় শহিদদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, খাদে পড়ার পর গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। গাড়িতে ঠিক কী ধরনের যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছিল বা আবহাওয়াজনিত কোনও সমস্যা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে সেনাবাহিনী।এই রকম মর্মান্তিক দুর্ঘটনা অবশ্য এটাই প্রথম নয়। মার্চ মাসেও একই জেলায় খাদে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল দু'জনের।

৪০ লক্ষের গেরোয় নিট পরীক্ষার্থী

জনমত : দুর্নীতি এখন যেন দেশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে চাকরি এমন কোনো স্থান নেই যেখানে দুর্নীতি প্রভাব বিস্তার করে নি। সম্প্রতি বাংলা তোলপাড় হয়েছে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে। শিক্ষকদের মিছিল-অনশনের দৃশ্য কলকাতার 'আম বাত'। আবার এও বলা ভুল যে দেশের অন্য রাজ্য দুর্নিনীতিতে পিছিয়ে। এ যেন এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায় দেখ। এবার সেই প্রতিযোগিতায় নাম উঠে এলো রাজস্থানের। দেশের সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় (নিট)-এ দুর্নীতি । ৪০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রির অভিযোগ এই প্রশ্নপত্র বিক্রির।

পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র দেওয়ার টোপ দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তিন জন। ধৃতেরা হলেন বলওয়ান, হরদাস এবং মুকেশ মীনা। সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় (নিট) প্রশ্নপত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা চক্রের অভিযোগ রাজস্থানে। উল্লেখ্য, রবিবারই সারা দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিট-ইউজি। তার আগেই

রাজস্থানে প্রতারণা, ধৃত ৩

প্রকাশ্যে এল এই জালিয়াতির ঘটনা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগ, ওই পরীক্ষার্থীকে অভিযুক্তেরা জানান, তাঁদের কাছে নিটের প্রশ্নপত্র রয়েছে। যদি সেই প্রশ্নপত্র পেতে গুনতে হবে ৪০ লক্ষ টাকা! সেই মতো ওই পরীক্ষার্থী এবং তার পরিবারকে গুরুগ্রামে ডেকে পাঠান অভিযুক্তেরা। সেখানেই টাকার লেনদেন হয়। তবে তার পরে কোনও প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এরপরই প্রতারিত হয়েছে বুঝতে পেরেই ওই নিট পরীক্ষার্থীর পরিবার রাজস্থান পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেখানেই লিখিত অভিযোগ দায়ের করে তারা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে তিন জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।অভিযুক্তদের গ্রেফতার করলেও এই ধরনের প্রতারণা চক্রের ফাঁদে না পড়ার পরামর্শও দিচ্ছে পুলিশ। ওই পরীক্ষার্থীর পরিবারের দাবি, তারা যখন অভিযুক্তদের কাছে প্রশ্নপত্রের দাবি করে, তখন তা দিতে অস্বীকার করেন।

উল্লেখ্য, আগেই নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের পর প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনা রুখতে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) কড়া পদক্ষেপ করে। একটি বিশেষ পোর্টাল চালু করেছিল তারা। এনটিএ জানায়, পরীক্ষায় জালিয়াতি করার মতো কর্মকাণ্ড নিয়ে সন্দেহ হলেই সেই পোর্টালে অভিযোগ জানানোর কথা। কিন্তু তথ্যে যে বিশেষ কিছু লাভ হয়নি এই ঘটনা তারই প্রমান।

ভালবাসার বিয়ে, বরখাস্তের চিঠি! পাকিস্তানি স্ত্রীর জন্য চাকরি হারালেন সিআরপিএফ জওয়ান

ভালবাসার সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কিন্তু সেই সম্পর্কই এবার কেড়ে নিল এক সিআরপিএফ জওয়ানের চাকরি। পাকিস্তানের তরুণীকে বিয়ে করায় ও ভিসার মেয়াদ শেষের পরও তাঁকে ভারতে রাখার অভিযোগে জম্মুর বাসিন্দা মুনির আহমেদকে বরখাস্ত করেছে সিআরপিএফ। তবে মুনিরের দাবি, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অন্যায্য। তিনি সদর দফতরের অনুমতি নিয়েই বিয়েটা করেছিলেন।মুনির জানান, ২০১৭ সালে তিনি বাহিনীতে যোগ দেন। ২০২২ সালের শেষে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মিনাল খানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় অনলাইনে। সম্পর্ক গড়ায় বিয়েতে। ২৪ মে ২০২৪, ভিডিও কল মারফত তাঁরা নিকাহ সম্পন্ন করেন। বিয়ের আগে ৩০ এপ্রিল ২০২৪-এ তিনি সদর দফতরের কাছ থেকে অনুমতিও পেয়েছিলেন বলে দাবি মুনিরের।বিয়ের পর সমস্ত বিবাহ সংক্রান্ত নথি ও ছবি তিনি নিজের ব্যাটেলিয়নে জমা

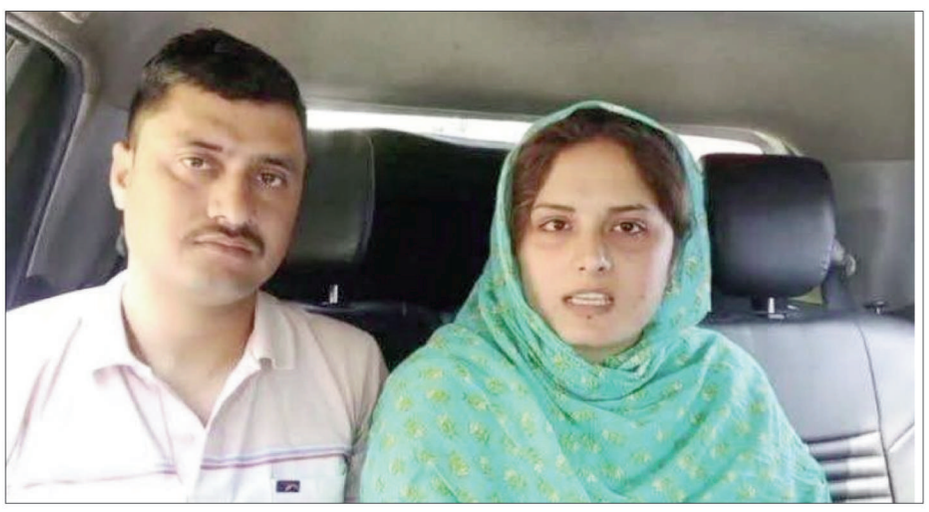

দেন। তখন তাঁকে জানানো হয়, "নো অবজেকশন" সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা নেই, তবে নিয়ম মেনে কাগজ জমা হওয়ায় সমস্যা হবে না।মিনাল ভারতে প্রবেশ করেন ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ভিসার মেয়াদ ছিল ২২ মার্চ পর্যন্ত। তারপর তাঁরা দীর্ঘমেয়াদি ভিসার জন্য আবেদনও করেন। এই প্রক্রিয়ার মাঝেই আচমকা বদলি করা হয় মুনিরকে। এরপর মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে বরখাস্তের চিঠি আসে।সবথেকে আশ্চর্যের, বরখাস্তের খবর তিনি প্রথমে সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারেন। পরে বাড়িতে একটি চিঠি পাঠানো হয়। এই পুরো ঘটনাকে 'অন্যায়' আখ্যা দিয়ে আইনি পথে ন্যায়ের আশায় আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন মুনির। সিআরপিএফের তরফে যদিও দাবি করা হয়েছে, বিদেশিনী স্ত্রীর তথ্য গোপন করা এবং তাঁর অবৈধভাবে ভারতে থাকার বিষয়টি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। এই যুক্তি মানতে নারাজ মুনির ও তাঁর পরিবার।এই প্রেম-বিয়ের গল্প এখন নতুন মোড়ে আইনি লড়াই। এখন দেখার, আদালত কী সিদ্ধান্ত নেয়।

বৈভবের টানে ছত্তিশগড় থেকে ইডেনে

তারও বয়স ১৪। শুধু বৈভবের খেলা দেখবে বলে সুদূর ছত্তিশগড় থেকে বাবার সঙ্গে হাজির ইডেনে।

মনে পড়তে পারে, বৈভবের সেঞ্চুরির পরদিনের কথা। আচমকাই ভাইরাল হয় বিহারের বিস্ময় প্রতিভার একটি ছবি। আট বছর বয়সে বাবার সঙ্গে বৈভব উপস্থিত হয়েছিল ইডেনে। কেকেআরের ম্যাচও দেখেছিল। রবিবাসরীয় ইডেনে যেন সেই ছবিটাও কি কিছুটা একরকম নয়? বৈভব আর তার বাবা সঞ্জীব সূর্যবংশী হাজির হয়েছিল বিহারের সমস্তিপুর থেকে। আর এদিন সেই বৈভবের খেলা দেখতে রায়পুর থেকে উপস্থিত রবি নন্দওয়ানিরা।

না, ঠিক রায়পুর নয়। তাঁদের বাড়ি মহসামুণ্ডে। রায়পুর থেকে আরও দেড়ঘণ্টার দূরত্ব। ইডেনের সামনে দাঁড়িয়ে ১৪-র কিশোর বলে গেল, "ওর খেলা দেখতে খুব ভালো লাগে। শুধু ওকে দেখার জন্যই এসেছি আমরা।" সেঞ্চুরির পরের ম্যাচেই অবশ্য শূন্য রানে আউট হয় বৈভব। কিন্তু নন্দওয়ানি আশাবাদী। বলল, "এই ম্যাচে আবার সেঞ্চুরি করবে বৈভব। আজও ও অনেক রেকর্ড ভেঙে দেবে। রেকর্ড ভাঙার জন্যই বৈভব খেলে।"

সদ্য কিশোর যেন পাত্তাই দিল না কেকেআরকে। বলল, "নাইট রাইডার্সের কেউ আজ ভালো খেলতে পারবে না। আজ রাজস্থানই জিতবে।" ও, ভালো কথা, তার আরেক পছন্দের ক্রিকেটারের নাম মহেন্দ্র সিং ধোনি। বৈভবের থেকে যাঁর বয়স প্রায় ২০ বছর বেশি। এবারের আইপিএলের সব থেকে বয়স্ক প্লেয়ার। আর বৈভব আইপিএলের ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ প্লেয়ার। বহু প্লেয়ারের অনুপ্রেরণার নাম ধোনি। তিনি তো 'মাহিশ্বর'। কিন্তু ১৪-র বৈভব যে এখন থেকেই 'বৈভব' দেখাতে শুরু করেছে।

নতুন রেকর্ডের মালিক

স্বপ্নের মরসুম চলছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। মরসুমের প্রথম ম্যাচ থেকেই চ্যাম্পিয়ন মেন্টালিটি দেখা যাচ্ছে বিরাটদের মধ্যে। দলের প্রতিটি খেলোয়াড়দের মধ্যে ম্যাচ জয়ের খিদে স্পষ্ট। নতুন অধিনায়ক রজত পতিদারের নেতৃত্বে একের পর এক ম্যাচ জয়। শুরুর দিকে হোম ম্যাচে চাপে পড়ছিল। সেই সমস্যাও মিটেছে। এর কৃতিত্ব প্রাপ্য বিরাট কোহলিরও। আরসিবির প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির এই বছরের ব্যাটিং পারফরম্যান্স, দলের ভালো খেলার সব থেকে বড় কারণ। বরাবরের মতোই ব্যাট হাতে সমালোচকদের জবাব দিচ্ছেন কিং কোহলি।

বিরাট আর রেকর্ড এই দুই শব্দ এখন একে অপরের পরিপূরক। একাধিক রেকর্ডের মালিক বিরাট। এই মরসুমে আইপিএলে আরও এক রেকর্ডের মালিক হলেন তিনি। কী সেই রেকর্ড? টুর্নামেন্টের ইতিহাসে আটটি ভিন্ন মরসুমে ৫০০ বা তার বেশি রান করা প্রথম ব্যাটার হয়ে উঠলেন বিরাট। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর তারকা ব্যাটার শনিবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৩৩ বলে ৬২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন এবং এই মাইলফলক অতিক্রম করেন। তারই সুবেদে তিনি বর্তমানের অরেঞ্জ ক্যাপের মালিকও। ১১ ইনিংসে ৬৩.১৩ গড়ে ৫০৫ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১৪৩.৪৬! যা প্রশংসনীয়।

সেই ২০১১ সালের আইপিএল থেকেই ধারাবাহিকতা দেখিয়ে যাচ্ছেন। সেবার ৫৫৭ রান করেছিলেন। এর পর ২০১৩ সালে ৬৩৪ রান, ২০১৫ সালে ৫০৫ রান এবং ২০১৬ সালে সেই ঐতিহাসিক মরসুম। সেই বছর যেখানে তিনি চারটি শতরান সহ রেকর্ড-ব্রেকিং ৯৭৩ রান করেছিলেন। এরপর তিনি ২০১৮ সালেও ৫০০ প্লাস রানের কীর্তি গড়েছিলেন এবং তারপরে ২০২৩ সালে ৬৩৯ রান এবং ২০২৪ সালে ৭৪১ রান করেছিলেন এই বছরেও সেই ধারা বজায় রেখেছেন। বিরাটের পর এই তালিকায় রয়েছেন লোকেশ রাহুল (ছয় বার) এবং শিখর ধাওয়ান (পাঁচ বার)।

ইডেনে রাজস্থানকে হারিয়ে প্লে-অফে পয়েন্ট তালিকায় উঠল কলকাতা

ইডেনে শেষ ওভারে ম্যাচ জিতে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। মাত্র ১ রানে জিতেছে তারা। সেই জয় তাদের পয়েন্ট তালিকাতেও এক ধাপ উপরে তুলে দিয়েছে। ১০ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে ছিল কলকাতা। রবিবার জিতে তারা উঠে এল ছ'নম্বরে।

আইপিএলে এখন প্লে-অফে ওঠার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। কোনও দলই এখনও নিজেদের জায়গা পাকা করতে পারেনি। শীর্ষে থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট পেয়েছে। তাদের চেয়ে ৫ পয়েন্টে পিছিয়ে কলকাতা। তবে তাদের আশা এখনও বেঁচে আছে। কলকাতা বাকি সব ম্যাচ জিতলে ১৭ পয়েন্টে পৌঁছতে পারে। উপরের দিকে থাকা বাকি দলগুলি যদি পয়েন্ট নষ্ট করে, তাহলে এখনও সুযোগ রয়েছে কলকাতার। রবিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে ১ রানে জয় তাদের আশা বাঁচিয়ে রাখল।

এই মুহূর্তে প্রথম চারে না থাকলেও কলকাতার সঙ্গে প্লে-অফে ওঠার লড়াইয়ে রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস, লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

হায়দরাবাদ ১০ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। তারা সর্বোচ্চ ১৪ পয়েন্ট পেতে পারে। লখনউ ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পেয়েছে। ফলে ১৮ পয়েন্টে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে তাদের। দিল্লি সব ম্যাচ জিতলে পৌঁছে যাবে ২০ পয়েন্টে। ফলে কলকাতার সঙ্গে বাকি দলগুলিও প্লে-অফে ওঠার জন্য মরিয়া লড়াই করবে।

রবিবারের ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে কলকাতা ২০৬ রান করে। আন্দ্রে রাসেল ২৫ বলে ৫৭ রান করে দলকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেন। সেই রান তাড়া করতে নেমে রাজস্থান ইনিংস শেষ করে ২০৫ রানে। শেষ বলে ৩ রান প্রয়োজন ছিল তাদের। কিন্তু সেই রান করতে পারেনি রাজস্থান।

ম্যাচ হেরে রাজস্থান অধিনায়ক দুষলেন নিজেকেই

রিয়ান পরাগের এই ইনিংস ইডেন মনে রাখবে বহুদিন। ৪৫ বলে ৯৫ রান করে রাজস্থান অধিনায়ক এদিন যেন 'ট্র্যাজিক হিরো'। ৭৫ রানে ৫ উইকেট খুইয়ে যখন তাঁর দল ধুঁকছে, তখনই নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেন অসমের এই ভূমিপুত্র। ভয়ানক হয়ে ওঠা মইন আলি, বরুণ চক্রবর্তীরাও তাঁর কাছে রেয়াত পাননি। তাঁদের বিষাক্ত ডেলিভারিগুলিকে নির্বিষ করে একের পর এক বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠান। আর তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবল কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। তিনি এদিন রাজস্থান রয়্যালসকে সমর্থন করতে ক্রিকেটের নন্দনকাননে উপস্থিত ছিলেন। এরই সঙ্গে অসাধারণ এক রেকর্ডও গড়েন রিয়ান। যা আইপিএলে অন্য কোনও ক্রিকেটারের নেই।

রবিবাসরীয় ইডেনে তিনি টানা ছ'বলে মারলেন ছ'টি ছক্কা। মইন আলির চতুর্থ ওভারে পাঁচ বলে পাঁচটি ছক্কা হাঁকান রিয়ান। এই ওভারে ৩২ রান দেন মইন। এখানেই শেষ নয়। পরের ওভারে বরুণ চক্রবর্তীর বলে এক রান নেন হেটমায়ার। দ্বিতীয় বলে পরাগ আবারও ছক্কা হাঁকান। এভাবেই টানা ছ'বলে ছ'টি ছয় মারেন তিনি। যদিও এক ওভারে পরপর ছ'বলে ছয় ছক্কার রেকর্ড গড়তে অল্পের জন্য বঞ্চিত হন তিনি। তাতে কি? ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে কোনও ব্যাটারেরই এমন কৃতিত্ব নেই। অর্থাৎ রিয়ান পরাগই প্রথম কোনও ব্যাটার, যিনি টানা ছ'বলে ছয় ছক্কা হাঁকালেন।

আইপিএলের ইতিহাসে পাঁচ বলে পাঁচ ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ড রয়েছে কেকেআরের রিঙ্কু সিংয়ের। ২০২৩ সালে গুজরাট টাইটান্সের যশ দয়ালের ওভারে টানা পাঁচ ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন তিনি। তবে এদিন সেসব ছাপিয়ে পরাগের সুগন্ধে ভরে উঠল ইডেন।

যদিও ম্যাচের পর রিয়ান পরাগ অকপটে স্বীকার করেছেন, শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা উচিত ছিল তাঁর। তিনি বলেন, "কীভাবে রান তাড়া করব, সেই হিসেবটা বুঝতে আমারই হয়তো ভুল হয়েছে। আমারই ম্যাচটা শেষ করে আসা উচিত ছিল।" উল্লেখ্য, কেকেআরের কাছে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে মাত্র ১ রানে হার স্বীকার করতে হয়েছে রাজস্থান রয়্যালসকে।

পকেট থেকে মোবাইল পড়ে যেতেই বিপদে ব্যাটার

টিমবাস থেকে নেমে মাঠে ঢোকার আগে মোবাইল ফোন জমা রাখতে হয় ক্রিকেটারদের। খেলা শেষ হয়ে গেলে সেই ফোন আবার পেয়ে যান তাঁরা। এটিই এখন ক্রিকেটের নিয়ম। সেই নিয়মই ভাঙলেন এক ব্যাটার। পকেটে মোবাইল নিয়ে ব্যাট করতে নামলেন ব্যাটার। রান নিতে গিয়ে সেই ফোন পড়েও গেল পকেট থেকে।

ঘটনাটি ঘটেছে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে। গ্লস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করছিল ল্যাঙ্কাশায়ার। ভাল ব্যাট করছিল তারা। প্রথম ন'জন ব্যাটার দলের রান ৪০০ পার করে দেন। ১০ নম্বরে ব্যাট করতে নামেন টম বেইলি। ১১৪তম ওভারে গ্লস্টারশায়ারের পেসার জশ শ'য়ের বল ফাইন লেগে মেরে দু'রান নেওয়ার চেষ্টা করেন টম। সেই সময়ই তাঁর পকেটে থেকে কিছু একটা পিচে পড়ে।

এক ধারাভাষ্যকার তা দেখে বলেন "ওর পকেট থেকে কিছু একটা পড়েছে। মনে হচ্ছে মোবাইল।" তখন আর এক ধারাভাষ্যকার বলেন, "হতেই পারে না। ফোন নিয়ে কী ভাবে খেলতে নামল টম?"

ফোনটি তোলেন পেসার জশ। তিনি তা আম্পায়ারের হাতে তুলে দেন। তার পরেও অবশ্য খেলা চালিয়ে গিয়েছেন টম। ৩১ বল খেলে ২২ রান করেন তিনি। তাঁর দল ৪৫০ রান করে। কিন্তু তার পরেও বিতর্ক থামছে না। ধারাভাষ্যকারেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। তাঁরা জানান, আম্পায়ারেরা ম্যাচ রেফারির কাছে যে রিপোর্ট দেবেন, তাতে কি মোবাইলের কথা উল্লেখ করা থাকবে? যদি থাকে তা হলে শাস্তিও পেতে পারেন টম। এখন দেখার এই ঘটনার জল কত দূর গড়ায়।

রবিবার ইডেনে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে কেকেআরের যুদ্ধের এক ঝলক উঠে এল 'জনমত' এর ক্যামেরায়

রাহানেদের ভরসা ২৫ বলে ৫৭ করা রাসেল

ইডেনেও ব্যর্থ বৈভব

ফুটবল স্টেডিয়ামে প্রিয় দলের সমর্থনে 'টিফো' নামানো ভারতে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে ক্রিকেট মাঠে সাধারণত 'টিফো' দেখা যায় না। রবিবার দুপুরে ইডেন গার্ডেন্সে দেখা গেল। বিশালাকায় আন্দ্রে রাসেলের টিফো নামানো হল দর্শকাসন থেকে। তাতে লেখা, 'দ্য মাইটি নাইট'। অর্থাৎ পরাক্রমশালী যোদ্ধা। ম্যাচ শুরুর আগে সেই টিফো হয়তো রাসেলের চোখে পড়েছিল। তাই রবিবার রাজস্থান ম্যাচকেই ফর্মে ফেরার ম্যাচ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার। রিয়ান পরাগের দাপট সত্ত্বেও ইডেনে কেকেআর হারাল রাজস্থানকে। জিতল ১ রানে।

রাজস্থান ম্যাচের আগে রাসেলকে নিয়ে কারও কোনও আগ্রহই ছিল না। যাবতীয় আলোচনা, নজর যাকে নিয়ে, সে বিপক্ষ দলের এক ১৪ বছরের ক্রিকেটার। বৈভব সূর্যবংশী। তবে দিনের শেষে নজর কেড়ে নিয়ে রাসেল বোঝালেন, বুড়ো হাড়ে এখনও জোর কমেনি। তাঁকে নিয়ে আলোচনা হোক না হোক, চাইলে এখনও ইডেনের গ্যালারিতে অনায়াসে বল ফেলতে পারেন। এ দিন ছ'বার দেখা গিয়েছে সেই দৃশ্য। আরও দু'-এক বার হতে হতে হয়নি।

এই রাসেলেরই আইপিএলটা গত দেড় মাসে কতটা খারাপ গিয়েছে! কেন তাঁকে ধরে রাখা হয়েছে, কেন তাঁকে প্রতি ম্যাচে খেলানো হচ্ছে, তা নিয়ে প্রায় প্রতিটি সাংবাদিক বৈঠকেই জবাব দিতে হয়েছে কাউকে না কাউকে। রাসেলকে বসিয়ে দেওয়া, এমনকি দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিও উঠেছে। রাসেল কেকেআরের বোঝা— এমন কথাও শোনা গিয়েছে।

তবে কেকেআর বরাবরের মতোই আস্থা রেখেছে রাসেলের উপর। এখনও পর্যন্ত একটি ম্যাচেও তাঁকে বসানো হয়নি। রাসেলের উপর যাতে চাপ কমে, তাই দু'টি ম্যাচে রভমান পাওয়েলকে খেলানো হয়েছে। কেকেআরের সেই আস্থার দাম পাওয়া গেল শনিবার।

শুরুটা দেখে বোঝা যায়নি ঝড় উঠবে। প্রথম পাঁচটি বলে রানই করতে পারেননি। ষষ্ঠ বলে রান পান। ইডেনে তখন ফিসফাস শুরু হয়ে গিয়েছে, 'রাসেল কখন আউট হবে?'

ইডেনের ঈশান কোণে কালো মেঘ জমলেও ঝড় ওঠেনি। মাঠের ভেতরে অবশ্য রাসেলের ঝড় টের পাওয়া গিয়েছে। আকাশ মাধোয়ালকে চার মেরে শুরু। এর পর আর খুচরো রানের রাস্তায় হাঁটেননি রাসেল। মাহিশ থাকশানা টানা তিনটি ছয় মারেন। মরসুমের প্রথম অর্ধশতরানও করে ফেলেন। তাঁর ক্যাচও পড়ে ১৯তম ওভারে।

চলতি মরসুমে রাসেলের ব্যাট না চললেও, বল হাতে খারাপ খেলেননি। যত বার বল করতে এসেছেন, অন্তত একটি উইকেট নিয়েছেন। এত দিন বোলার হিসাবে তাঁকে কাজে লাগানো হয়েছে দরকার মতো। এ দিনও তাই হল। ১৯তম ওভারে বিশ্বস্ত সেনার হাতে বল তুলে দিলেন অজিঙ্ক রাহানে। উইকেট না পেলেও রাসেল মাত্র ১১ রান দিলেন সেই ওভারে। ওটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল।

কেকেআরের ইনিংস শেষ হওয়ার পরও জানা ছিল না, ইডেনে আর একটা ঝড় উঠবে। তবে সেই ঝড় বৈভবের নয়, এল রিয়ানের ব্যাট থেকে। রাসেলের মতো রাজস্থানের অধিনায়কও তো মরসুম জুড়ে শুধু সমালোচিত হয়েছেন। না ছিল ব্যাট হাতে রান, না করেছেন বোলিং। সঞ্জু স্যামসনের বদলে অধিনায়কের দায়িত্ব শুধু পালন করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে স্বজনপোষণের অভিযোগও। বাবা অসম ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বলে রিয়ান বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন কি না, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

তবে প্রতিভা থাকলে তা সহজে বিনাশ হয় না। দলের বিপদের সময় একাই কুন্ত হয়ে দাঁড়ালেন রিয়ান। ইডেন দেখতে চেয়েছিল বৈভবের মারকাটারি ইনিংস। রিয়ান বুঝিয়ে দিলেন, তিনিও ফুরিয়ে যাননি। শুরু থেকে চালিয়ে খেলেছেন। যে মইন আলি দু'ওভারে মাত্র ১১ রান দিয়েছিলেন, সেই বোলারকেই টানা পাঁচটি ছয় মারলেন। পরের ওভারে বরুণ চক্রবর্তীকে আরও একটি। অর্থাৎ টানা ছ'টি ছয়।

ছয় ছক্কায় অপরাজিত ৫৭ রান, ইডেনে ঝোড়ো ইনিংস খেলে বয়স ১০ বছর কমিয়ে নিলেন রাসেল!

যে রোগ গোটা মরসুমে ভুগিয়েছে রাজস্থানকে, সেই রোগে আরও এক বার আক্রান্ত হল তারা। শেষ দিকে এসে দিশাহীন ব্যাটিং। এর আগে দু'টি ম্যাচে ৬ বলে ৯ রান তুলতে পারেনি রাজস্থান। এ দিন রিয়ান ক্রিজে থাকলে হাসতে হাসতে ম্যাচ জিততে পারত তারা। সেই রিয়ান অকারণে একটি শট তুলে মারতে গিয়ে ক্যাচ দেন।

তার পরেও ম্যাচ প্রায় বার করে ফেলেছিল রাজস্থান। বলা ভাল, সেই কাজে রাজস্থানকে 'সাহায্য' করেছিলেন বৈভব অরোরা। শেষ ওভারে ২২ রান দরকার ছিল। বৈভবকে চার, ছয়, চার মেরেছিলেন শুভম দুবে। এক বলে দরকার ছিল তিন। বৈভবের ইয়র্কারে এক রানের বেশি নিতে পারেনি রাজস্থান।

জিতে মূল্যবান দু'পয়েন্ট কেকেআরকে আপাতত প্লে-অফের দৌড়ে রাখল। তবে হাসতে হাসতে জেতা ম্যাচও যদি এ ভাবে শেষ মুহূর্তে এসে জিততে হয়, তা হলে চিন্তায় বিষয় বই কি!

Editor in Chief: Nilanjan DasGuptaConsulting Editor: Nabarun Majumdar Contact No: +91 9674740000 EMAIL : editor@jazzbaat24.com No.U92490JK2022PTC013572,--- RNI Application No. T/WB/2024/27Printed by: Jazzbaat24 News Network Pvt Limited Baruipara, Domjur, Howrah, West Bengal 711405